NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুভ বিজয়া

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ জেট গতির যুগে শুভেচ্ছা জানানোর গতিও বেড়েছে

অসামাজিক কাজের অভিযোগ হরিশ্চন্দ্রপুরে ৬

কলকাতা ২৬ অক্টোবর ২০২৩ ৮ কার্তিক ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 26.10.2023, Vol.17, Issue No. 133, 8 Pages, Price 3.00

বাগবাজার ঘাটে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন। ছবি: অদিতি সাহা

রেড রোডে পুজোর কার্নিভাল প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজো শেষ হলেও উৎসবের রেশ এখনই মিলিয়ে যাচ্ছে না পুজো পাগল কলকাতার আকাশ বাতাস থেকে। বিগত কয়েক বছর ধরে এই শহরের শারদোৎসবের শেষতম আকর্ষণ রেড রোডের পুজো কার্নিভাল। যেখানে এক সঙ্গেই চাক্ষুষ করে নেওয়া যায় কলকাতার সেরা পুজোর প্রতিমা। সঙ্গে থাকে চোখ ধাঁধানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে আসা দর্শকদের চমকে দিতে নানা আয়োজন করে পুজো কমিটিরা। এবছর রেড রোডে ২৭ তারিখ আয়োজিত হচ্ছে দুর্গাপুজো কার্নিভাল। একে কেন্দ্র করে জোর কদমে প্রস্তুতি চলছে পুজো শুরুর আগে থেকেই। শতাধিক পুজো কমিটিকে নিয়ে এবার আয়োজন করা হচ্ছে অনুষ্ঠানের। পুজো কমিটির তালিকা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত না হলেও সংখ্যা একশোর বেশি হতে চলেছে। নবান্ন সূত্রে খবর, এবছরের কার্নিভালের সূচনা হবে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ট্রুপের নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

প্রত্যেকটি পুজো কমিটিকে নিজেদের অনুষ্ঠান পরিবেশনের জন্য দু-মিনিট করে সময় দেওয়া হবে। গোটা রেড রোডের দু'দিকে অনুষ্ঠান দেখার জন্য প্রায় ১৮ হাজার দর্শকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কার্নিভালের অনুষ্ঠানে থাকবেন বিদেশি অতিথিরাও। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের প্রতিনিধিদের। ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এবার মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের চোটের কথা মাথায় রেখে মূল মঞ্চের উচ্চতা অনেকটাই কমানো হচ্ছে। তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ র‍্যাম্প। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন না। র‍্যাম্প দিয়েই মঞ্চে উঠবেন। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে প্রথম ধাপে ১৮ ইঞ্চি, দ্বিতীয় ধাপে ১৮ ইঞ্চি থেকে ৩০ ইঞ্চি (২.৩০ ফুট) উচ্চতা রাখা হচ্ছে র‍্যাম্পের। মূল মঞ্চের উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি বা আড়াই ফুট।

দুর্গাপুজো কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। সেদিনের ভিড় সামাল দিতে এবার রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের তরফে মধ্যরাত পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস ট্রেন এবং মেট্রো চালানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কার্নিভালের দিন বাড়তি দুটি এস-৫ বাস চলবে এসপ্ল্যানেড-গড়িয়ার মধ্যে। জোড়া এস-১২ বাস চলবে এসপ্ল্যানেড-নিউ টাউনের মধ্যে। দু'টি এস-৯এ বাস চলবে এসপ্ল্যানেড-ডানলপের মধ্যে। হাওড়া-গড়িয়ার মধ্যে চলাচল করবে দুটি এস-৭ বাস। একটি এসি-৬ বাস চলবে হাওড়া থেকে ইডেন গার্ডেন্স হয়ে গড়িয়ার মধ্যে। দু'টি এস-২৪ বাস চলবে এসপ্ল্যানেড-পাটুলির মধ্যে। দু'টি ই-১ বাস চলবে এসপ্ল্যানেড-যাদবপুরের মধ্যে। এস-১০ নম্বরের দু'টি বাস চলবে এয়ারপোর্ট থেকে নবান্নের মধ্যে। কার্নিভালের কথা মাথায় রেখে আগামী শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ রুটে মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে। স্বাভাবিক সময়সীমার পরেও যাতে সেদিন কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর রুটে মেট্রো পরিষেবা চালু রাখা হয় তার জন্য কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজারকে চিঠি দিয়েছিল পরিবহণ দপ্তর। রাজ্যের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মেট্রোর সূত্রে খবর, দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষগামী দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে ১০টা ৫৮ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১১টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষগামী শেষ ছাড়বে ১১টা ১০ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দমদমের দিকের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১১টা ১০-এ। হাওড়া ও শিয়ালদা ডিভিশন থেকে ছাড়া শেষ লোকাল ট্রেনের পরেও যাতে ট্রেন চলে, তারও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

তবে কার্নিভাল উপলক্ষে রেড রোডের আশেপাশের একাধিক রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ করা হবে যানচলাচল। সংশ্লিষ্ট দিনে এজেসি বোস রোডের এক্সাইড মোড় থেকে শুরু করে হেস্টিংস ক্রসিং পর্যন্ত রাস্তাটি দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত পণ্যবাহী গাড়িদের জন্য বন্ধ থাকবে। শুধু এই রাস্তা নয়, এর পাশাপাশি লাভার্স লেন, রেড রোড, নিউ রোড, ডাফরিন রোডেও একই নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে। তবে ৩টের পর এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। ২৭ অক্টোবর রাত ১২টা থেকে রেড রোড বন্ধ করে দেওয়া হবে। এদিন সকাল ৯টা থেকে ২টো পর্যন্ত সেখানে যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এরপর যতক্ষণ না পর্যন্ত কার্নিভাল শেষ হচ্ছে ততক্ষণ রেড রোডে যানচলাচল বন্ধ থাকবে।

যে সব রাস্তা দিয়ে দর্শকরা প্রবেশ করতে পারবেন তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এদিন এজেসি বোস রোড, মেয়ো রোড, জহরলাল নেহরু রোড ধরে প্রবেশ করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি মেট্রোযাত্রীদের ধর্মতলা এবং পার্ক স্ট্রিটে নেমে নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে রেড রোডে পৌঁছতে হবে। এই কার্নিভাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেয়ো রোড, হেয়ার স্ট্রিট. ক্যাথিড্রাল রোডে পার্কিং বন্ধ থাকবে।

৪ পুজো মণ্ডপ পেল রাজ্যপালের দুর্গারত্ন

পুরস্কার প্রত্যাখ্যান কল্যাণীর লুমিনাস ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব ঘোষণা মতো রাজভবনের পক্ষ থেকে দুর্গারত্ন পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ব ঘোষণা মতো রাজভবনের পক্ষ থেকে দুর্গা রত্ন পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আলো আলো ও ছায়ার সৃজনমূলক ব্যবহারের জন্য কলকাতা টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপকে বেছে নেওয়া হয়েছে। জাঁক জমক ও বিশালত্বর নিরিখে পুরস্কৃত করা হচ্ছে কল্যাণী আইটিআই পুজো মণ্ডপকে। পরিবেশ সচেতনতা জন্য বরানগরের বন্ধু দল পোর্টিং ক্লাব এবং থিনের ভাবনায় নতুনত্বের জন্য পুরস্কার জিতেছে নেতাজি নগর (লো ল্যান্ড) এর পুজো মণ্ডপ। উল্লেখ্য, সাধারণ মানুষের ভোটের ভিত্তিতেই এই চার পুজো মণ্ডপকে দুর্গারত্ন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কয়েকদিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি রাজভবনের পক্ষ থেকেও সেরা চার পুজোকে দুর্গারত্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। গতরাতেই এই নামগুলি রাজভবনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে, রাজ্যপালের 'দুর্গারত্ন' পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলো নদিয়ার কল্যাণী আইটিআই মোড়ের লুমিনাস ক্লাব। রাজ্যপাল এবার যে চারটি পুজোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম কল্যাণীর পুজোটি। তবে পুজো উদ্যোক্তারা তা নিতে অস্বীকার করেছেন। তাদের দাবি, সাধারণ মানুষ ১০০ দিনের কাজের টাকা পাচ্ছেন না। সেখানে এই আর্থিক পুরস্কার তারা নিতে অপারগ। পুজো উদ্যোক্তা অরূপ মুখোপাধ্যায় জানান, এর সঙ্গে রাজনীতিকে জুড়ে দিলে চলবে না। পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্কই নেই। তিনি বলেন, 'রাজ্যপাল ১০০ দিনের কাজের টাকা পেতে দিল্লিকে জানাক। গরিব মানুষ প্রাপ্য টাকা পেলেই ভাবব আমরা পুরস্কার পেয়ে গিয়েছি।'

যে দিন পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, সে দিন ধারে-কাছেও দেখা মেলেনি পুজো কমিটির প্রায় কারও। বিতর্কও হয়েছিল তা নিয়ে।

নবান্নের তরফেও এ বছর মোট ১০৪টি পুজোকে বিশ্ববাংলার শারদ সম্মান দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকাতেও রয়েছে লুমিনাস ক্লাবের পুজোও। নদিয়ার জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে। রাজ্য সরকারের পুরস্কার গ্রহণ করলেও রাজভবনের পুরস্কার নিলেন না ক্লাব কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যের দুঃস্থ মানুষেরা ১০০ দিনের কাজ করে টাকা পাচ্ছেন না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই পুরস্কার নেওয়া উচিত নয়।

এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ও সরকারি চাপ রয়েছে বলে দাবি করছে বিজেপির। রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, 'এত বড় পুজো রাজ্য সরকার বিরোধিতা করলে আয়োজন করা সম্ভব নয়। তাই হয়তো ক্লাবকর্তারা পুজোর স্বার্থে নতিস্বীকার করছেন। তৃণমূলের নেতারা ক্লাবের মধ্যে ঢুকে পুজো নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছেন। এর তীব্র নিন্দা করছি।'

'৬ মাস পর ক্ষমতায় থাকবে না বিজেপি'

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির বিরুদ্ধেই তোপ দেগে চলেছেন সত্যপাল মালিক। পুলওয়ামা, আদানি ইস্যুতে বিজেপি সরকারকে আগেই অস্বস্তিতে ফেলেছেন, এবার সত্যপাল মালিক বলে দিলেন, এই বিজেপি সরকারের আয়ু আর মাত্র ৬ মাস। কোনওভাবেই এরা আর ক্ষমতায় ফিরবে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় সত্যপাল মালিকের সঙ্গে একটি আলাপচারিতার ভিডিও প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। পুলওয়ামা কাণ্ড থেকে আদানি প্রসঙ্গ-সহ নানা বিষয়ে কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপালকে প্রশ্ন করেছেন কংগ্রেস নেতা। রাহুলের করা প্রশ্নের জবাবে ফের একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন সত্যপাল। ফের তিনি বলে দিয়েছেন, পুলওয়ামা কাণ্ডের জন্য দায়ী সরকারের গাফিলতিই।

ডেরেকের চিঠি

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর: ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম; দেশের আইনশৃঙ্খলার খোলনলচে বদলে দেওয়ার তিনটি বিল নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের তৎপরতা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার সেই বিলের খসড়া নিয়েই একঝাঁক প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ব্রিজলালকে চিঠি দিলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। সেই চিঠিতে বিল নিয়ে তাদের বিস্তর আপত্তির কথা তুলে ধরেছেন তিনি।

রাজভবনে পেট্রল বোমা

চেন্নাই, ২৫ অক্টোবর: তামিলনাড়ুতে এবার হামলার নিশানা হল রাজ্যপালের বাসভবন। বুধবার বিকেলে চেন্নাইয়ের রাজভবনের মূল প্রবেশদ্বারে ছোড়া হল পেট্রল বোমা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চেন্নাই পুলিশের তরফে বুধবার সন্ধ্যায় জানানো হয়েছে, এক ব্যক্তি আচমকা রাজভবনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে হাজির হয়ে একটি বোমা ছোড়েন। প্রচণ্ড শব্দে পেট্রল ভরা 'মলটোভ ককটেল' জাতীয় ওই বোমাটি ফাটে। বিস্ফোরণের পরেই ওই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজভবনের সামনে মোতায়েন পুলিশ বাহিনীর কয়েক জন কর্মী তাঁকে ধরে ফেলেন।

যুদ্ধ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত

লন্ডন, ২৫ অক্টোবর: ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত। ভারতের রাষ্ট্রদূত আর রবীন্দ্র জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির অবনতি এবং বিপুল প্রাণহানি নিয়ে ভারত গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন।

রাষ্ট্রসংঘে বুধবার পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট নিয়ে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন রবীন্দ্র। তিনি বলেন, 'গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের উপর যে আক্রমণ হয়েছে, তা মারাত্মক। আমরা সেই আক্রমণের বিরোধিতা করেছি। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী গোড়াতেই হামাসের হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন, আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। এই কঠিন সময়ে আমরা ইজরায়েলের পাশেই দাঁড়িয়েছি। ওই অঞ্চলে যে ভাবে সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়ে চলেছে, তা উদ্বেগের।'

পশ্চিম এশিয়ায় মৃত্যু ঠেকাতে, বিশেষত মহিলা এবং শিশুদের প্রাণরক্ষার জন্য সব পক্ষকেই উদ্যোগী হতে হবে বলে জানিয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রদূত। পাশাপাশি পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় ৩৮ টনের বেশি খাদ্য এবং জরুরি চিকিৎসার সরঞ্জাম পাঠিয়েছে ভারত।

অন্যদিকে, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইজরায়েল গাজা দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। সে প্রসঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানান, ইজরায়েল নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে। তবে মিত্র দেশের প্রতি সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন বাইডেন।

পরিসংখ্যান বলছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত গাজায় ২৩ লক্ষ মানুষ খাদ্য এবং জলসঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছেন। হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, যুদ্ধে প্যালেস্তাইনের ৫, ৭৯১ জন নাগরিক মারা গিয়েছেন। আহতের সংখ্যা ১৬ হাজারের বেশি।

গাজায় ফের শরণার্থী শিবিরে ইজরায়েলি হানায় হত ৫০

তেল আভিভ, ২৫ অক্টোবর: যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার প্যালেস্তিনীয় শরণার্থী শিবিরে আবার নির্বিচারে বোমাবর্ষণের অভিযোগ ইজরায়েলি বায়ুসেনার বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে দক্ষিণ গাজার খান ইউনুস এলাকার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইজরায়েলি হামলায় নারী ও শিশু-সহ অন্তত ৫০ জন প্যালেস্তিনীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক খবর। খান ইউনুস এলাকাতেই সীমান্ত পেরিয়ে ইজরায়েলি সেনা দক্ষিণ গাজা ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছে। হামাস যোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি লড়াই শুরু হয়েছে বলেও কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর গাজা সীমান্তে সশস্ত্র প্যালেস্তিনীয় গোষ্ঠী হামাসের হামলার পরে এই নিয়ে তৃতীয়বার ইজরায়েলি ফৌজের হানা শিকার হল জাবালিয়া শরণার্থী শিবির।

স্কুল শিক্ষকদের জন্য নয়া শিক্ষানীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল শিক্ষকদের জন্যও এবার নয়া পদোন্নতি নীতি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। কোন কোন বিষয়ের উপর এই পদোন্নতি নির্ভর করবে, তা নির্ধারণ করতে বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে ।

চলতি মাসেই ও কমিটি এবিষয়ে তার চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবে বলে শিক্ষা সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, কোনও শিক্ষকের নিজের লেখা বই থাকলে, পদোন্নতির ক্ষেত্রে সেটি বাড়তি গুরুত্ব পেতে পারে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপকদের পদোন্নতি হয় তাঁদের প্রকাশনার বিচারে। এর পাশাপাশি স্কুলের কোনও শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ভূমিকা কী, সেটিও খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করতে পারে রাজ্য।

এর পাশাপাশি আরও বেশ কিছু মাপকাঠি রাখা হচ্ছে শিক্ষকদের পদোন্নতি সংক্রান্ত এই নয়া নীতিতে। কোনও শিক্ষক হেড একজামিনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কি না, ক্লাসরুম টিচিং কেমন, আলাদা করে রুটিনের বাইরে এক্সট্রা ক্লাস করাচ্ছেন কিনা, তাঁর প্রকাশিত কোনও আর্টিকেল রয়েছে কি না এইসব বিষয়গুলিও দেখা হবে।

উত্তর শহরতলির একটি নামী স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, কারা বাড়তি ক্লাস নিচ্ছে, সেটা র‍্যাঙ্কিংয়ে হয়ত দেখা হবে।

এনসিইআরটি-র পাঠ্যপুস্তকে এবার আর থাকছে না 'ইন্ডিয়া'

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর: 'ইন্ডিয়া' নয়, এবার থেকে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং' বা 'এনসিইআরটি' অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকে লেখা থাকবে 'ভারত'। বুধবার 'ইন্ডিয়া' নামটি প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক এক উচ্চ-স্তরের কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করল এনসিইআরটি। এর পাশাপাশি সুপারিশ মেনে পাঠ্যসূচিতে 'প্রাচীন ইতিহাসে'র পরিবর্তে 'ক্ল্যাসিক্যাল হিস্ট্রি' বা 'চিরায়ত ইতিহাস'। স্কুল পাঠ্যক্রম সংশোধনের জন্য একটি উচ্চ-স্তরের কমিটি গঠন করেছিল এনসিইআরটি। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সিআই আইজ্যাক। ইতিহাসবিদ আইজ্যাক আরএসএস মতাদর্শী হিসেবেই পরিচিত। এই কমিটিই সুপারিশ করেছে, 'ইন্ডিয়া' নয়, প্রাথমিক থেকে উচ্চ বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যপুস্তকে দেশের নাম হওয়া উচিত ভারত। এদিন এই সুপারিশেই সিলমোহর দিল এনসিইআরটি।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এনসিআরটি কমিটি পাঠ্যক্রমে 'হিন্দু পরাজয়ের' ঘটনা কমানোরও পরামর্শও দিয়েছে। সিআই আইজ্যাক জানিয়েছেন, কমিটির সাত সদস্যই এই সুপারিশগুলির সঙ্গে একমত

হয়েছেন। আইজ্যাক বলেছেন, 'বিষ্ণু পুরাণে ভারত নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসও ভারত নামটি ব্যবহার করেছিলেন। এটি একটি প্রাচীন নাম। ইন্ডিয়া নামটি এসেছে অনেক পরে, তুর্কি, আফগান এবং গ্রীকদের আক্রমণের পর। তারা সিন্ধু নদীর ভিত্তিতে ভারতকে শনাক্ত করেছিল। হামলাকারীরা ইন্ডিয়া নামটা উচ্চারণ সুবিধাজনক বলে মনে করেছিল। আমি জোর দিয়েছি, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে শুধু ভারত নামটি ব্যবহার করা হবে। অন্যান্য সদস্যরাও সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।'

এর আগে, ৫ সেপ্টেম্বর, জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের সময় ভারতের রাষ্ট্রপতির পাঠানো নৈশভোজের আমন্ত্রণকে কেন্দ্র করে দেশের নাম বিতর্ক উসকে উঠেছিল। জি২০ নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রের ইংরেজি ভাষায় 'প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া'র পরিবর্তে 'প্রেসিডেন্ট অব ভারত' লেখা হয়েছিল। জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদির সামনেও, দেশের নাম ইংরাজিতে ভারত লেখা ছিল। চার দিন আগেই অসমের গুয়াহাটিতে এক সভায় আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও বলেছিলেন, ইন্ডিয়া নয়, ভারত নামটিই ব্যবহার করা উচিত। তবে, সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'ইন্ডিয়া, অর্থাৎ ভারত, একটি যুক্তরাষ্ট্র।'

কমিশনের আইকন 'নিউটন'

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর: ২০১৭ সালে মুক্তি পায় বলিউড ফিল্ম 'নিউটন'। ছত্তিশগড়ের এক নকশাল অধ্যুষিত এলাকায় ভোট পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন সরকারি কর্তা নিউটন কুমার। বিবিধ বাধার মধ্যেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে কোনও চেষ্টাই বাদ দেননি তিনি। এবার পর্দার সেই নিউটন কুমার, অর্থাৎ, নিউটন কুমারের চরিত্রে অভিনয় করে যিনি সকলের মন জয় করেছিলেন, সেই অভিনেতা রাজকুমার রাওকে, জাতীয় আইকন হিসেবে বেছে নিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। আজ প্রধান নির্বাচন কমিশনার, রাজীব কুমার আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের জাতীয় আইকন হিসেবে রাজকুমার রাওয়ের নাম ঘোষণা করবেন। উল্লেখ্য, ভোটারদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে, বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্বদের জাতীয় আইকন হিসাবে চিহ্নিত করে নির্বাচন কমিশন।

দশেরায় রামলীলা ময়দান থেকে হুঙ্কার মোদির

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর: মঙ্গলবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে দশেরার অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাবণের প্রতিকৃতি পোড়ানোর সঙ্গে তিনি বলেন, 'যারা জাতি ও ধর্মের নামে দেশভাগ করতে চায়, সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায় রাবণের সঙ্গে সঙ্গে দহন হচ্ছে তাদেরও।'

এএনআই সূত্রে খবর, এদিন রামলীলা ময়দান থেকে মোদি বলেন, 'ভারত আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু জাতপাত ও ধর্মের নামে দেশ বিভাজনের পরিকল্পনা চলছে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখবেন, আজ এই রাবণের প্রতিকৃতির সঙ্গে তাদেরও দহন হচ্ছে, যারা জাতি ও ধর্মের নামে যারা দেশভাগ করতে চায়। বিনাশ হোক সব কিছুর যার কারণে সমাজের পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে।' গত ২ অক্টোবর, গান্ধিজয়ন্তীর দিন জাতিভিত্তিক সমীক্ষার তথ্য প্রকাশ করে বিহার সরকার। যা নিয়ে বিতর্কও হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সমীক্ষার বিরুদ্ধেই আরও একবার দশেরার অনুষ্ঠান থেকে নাম না করে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

দশেরার উৎসব থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি রামমন্দির নিয়েও বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'খুব শীঘ্রই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। আমরা খুব ভাগ্যবান যে ভগবান রামের জন্মভূমি অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হচ্ছে। ভগবান রামের আগমন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এটা আমাদের ধৈর্যের জয়।' একই সঙ্গে তিনি সকলকে নবরাত্রি ও বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'এই উৎসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক।'

তুতো ভাইকে ট্রাক্টরের চাকায় আটবার পিষে খুন

জয়পুর, ২৫ অক্টোবর: জমি বিবাদের জেরে ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হল রাজস্থান। তুতোভাইকে ট্রাক্টরের চাকায় পিষে মারল যুবক। মৃত্যু নিশ্চিত করতে ভাইয়ের শরীরের উপর দিয়ে মোট আটবার ট্রাক্টর চালালেন তিনি। দুই পরিবারের সংঘর্ষে এছাড়াও আরও দশ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় উত্তপ্ত মরুরাজ্যের ভরতপুর।

ভরতপুরের একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ বাহাদুর সিং এবং আতার সিংয়ের মধ্যে। ঘটনার দিন সকালে ট্রাক্টর নিয়ে ওই জমিতে হাজির হয় বাহাদুর সিংয়ের পরিবার। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আতহার সিংয়ের পরিবার। খানিক বাদেই দুই পরিবারের সদস্যের মধ্যে লাঠিসোটা নিয়ে ভয়ংকর সংঘর্ষ শুরু হয়। গ্রামবাসীদের দাবি, গুলির শধও পেয়েছেন তাঁরা।

সংঘর্ষ চরমে উঠলে আতহার সিংয়ে ছেলে নিরপাত মাটিতে পড়ে যায়। এর পরেই বাহাদুর সিংয়ের ছেলে দামোদর তুতোভাইয়ের শরীরে উপর দিয়ে ট্রাক্টর চালিয়ে দেন। মৃত্যু নিশ্চিত করতে মোট আটবার ট্রাক্টর চাপা দেন তিনি নিরপাতকে। আতহারের পরিবারের লোকেরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও পেরে ওঠেনি। ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিরপাতের। সংঘর্ষে দুপক্ষের আরও দশজন আহত হন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুপক্ষের চার জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনে পাঁচেক আগেও দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল। সেদিন বাহাদুর সিংয়ের ছেলে জনক আহত হওয়ায় আতহার সিংয়ের পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল নিরপতের বিরুদ্ধেও। এদিকে এই ঘটনায় আসরে নেমেছে বিজেপি। রাজস্থানের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে গেরুয়া শিবির।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Silvina Katwal** W/O Tham Bahadur Katwal, residing at 397/B, Patili Shibtala Club Gali, Madhyamgram, 24 Parganas (N), Pin - 700155 do hereby solemnly confirm that my name shall be spelt as **SILVINA KATWAL** herein after in all documents (instead of Sylvina Katwal).

Sd/- SILVINA KATWAL

I, Suchandrima Ray, wife of Parthasarathi Jana, residing at HA-238, Sector-III, Salt Lake, Dist- North 24 Parganas, West Bengal, PIN-700097 declare that Suchandrima Jana Ray, Suchandrima Jana Nee Ray, Suchandrima Jana and Suchandrima Ray is the same single and one identical person, vide affidavit no.1089 dated 17.10.2023, before the Ld Notary Public at Bidhannagar, Dist.-North 24 Parganas.

ধনধান্য অডিটোরিয়াম নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের সংবর্ধনা দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুরের দৃষ্টিনন্দন শঙ্খ আকৃতির ধনধান্য অডিটোরিয়াম নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত বাস্তুকার এবং কারিগরদের সংবর্ধনা দেবে রাজ্য সরকার। ৫১০ ফুট ও চওড়ায় ২১০ ফুট ছ'তলা এই ভবনের নির্মাণ শৈলী ইতিমধ্যেই মানুষের আকর্ষনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তাই উদ্বোধনের দিনেই এটি নির্মাণের কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ওই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীদের সংবর্ধনা দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মত আগামী মাসে দীপাবলির সময়েই প্রেক্ষাগৃহের নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত আড়াইশো জন কারিগর এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

ধনধান্য অডিটোরিয়ামেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অডিটোরিয়ামটি তৈরি করার দায়িত্বে থাকা পূর্ত দপ্তরই এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করতে চলেছে। বর্তমানে এর দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে হিডকো। সেই কারণে, কবে এই অনুষ্ঠানের জন্য কবে অডিটোরিয়ামটি ফাঁকা পাওয়া যাবে তা জানতে চেয়েছি চিঠিও দেওয়া হয়েছে হিডকো কর্তৃপক্ষকে।

এই নতুন অডিটোরিয়ামটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। এই বাড়িটিতে রয়েছে দু'হাজার আসনের একটি অডিটোরিয়াম। এছাড়াও ৫৪০ সিটের আরও একটি সভাগৃহ রয়েছে। পাশাপাশি ৩০০ মানুষ বসতে পারবেন এমন একটি স্ট্রিট থিয়েটারও রয়েছে। এছাড়া ব্যাঙ্কোয়েট, ফুড পার্ক-সহ আধুনিক পরিকাঠামো আছে। এটির নীচে রয়েছে ভূগর্ভস্থ দু'তলা কার পার্কিং। যেখানে ২৫০টি গাড়ি একসঙ্গে রাখা যাবে। একটি তোরণও তৈরি করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে ছ'হাজার মেট্রিক টন স্টিল ব্যবহার করে গড়ে তোলা হয়েছে ছ'তলা বাড়িটি। বাড়িটির উপরের অংশটি একেবারে শঙ্খের মতন দেখতে এবং এর আলোকসজ্জার জন্য বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। গত ১৩ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী এই অডিটোরিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের দিনেই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতিটি কারিগরকে যেন যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়। কারণ জটিল কারিগরি শৈলীর ওই ভবন তৈরি ছিল নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বহু শ্রম ও অধ্যবসায়ে সেই চ্যালেঞ্জ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে অক্টোবর, ৮ ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার, দ্বাদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এ কর্মরত আছেন, যারা টেকনিক্যাল কর্মী, তাদের শুভ সৌভাগ্য। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদেরও শুভ সৌভাগ্য।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ । বিদ্যালয় এর ব্যাপারে সাময়িক যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। মহাদেবী শ্রীদুর্গার নাম করুন সর্ব শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি ।কিন্তু তিনজন ছলনাময়ী নারী এবং পুরুষের থেকে সতর্ক থাকা উচিত। আজ কোন প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হতে পারে। বাড়ির প্রবীন নাগরিকের দ্বারা, তার বুদ্ধির দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে মামাতো ভাই বা বোনের দ্বারা উপকৃত হবেন। শত্রু র চক্রান্ত হবে, যদিও তারা সফল হতে পারবে না । সতর্ক থাকা শুভ বাণিজ্যে শুভ। অর্থ লাভ ।১০৮ বিল্বপত্র দেবদেব মহাদেবের চরণে দিলে শুভ নিশ্চিত।

মিথুন রাশি : পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের শরীর অসুস্থতার কারণে যে ব্যাধি যোগ ছিল, তা ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হবে। দাম্পত্য শান্তির বাতাবরণ পরিবারে স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ, বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন তাদের সৌভাগ্য প্রাপ্তি। প্রতিদিন ২১ টি তুলসীপত্র ভগবান বিষ্ণুর চরণে দিন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ। স্ত্রীর বুদ্ধিতে, পরিবারে কোনো প্রবীণ সদস্যের বুদ্ধিতে, সমস্যার জট খুলবে। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল, তা মিটে যাওয়ার পথে। যানবাহন কেনার জন্য একটু ধৈর্য ধরুন। শুভ হবে, যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, বাণিজ্য স্থিরতা আসবে মহাকালী মন্দিরে ১০৮ রক্ত জবা প্রদানে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বাস্তু জমি ফ্ল্যাট ঘরবাড়ি বিষয়ে পরিবারে কনিষ্ঠ সদস্যের দ্বারা, বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে, মন অস্থির হয়ে উঠবে। যারা হোটেল রেস্টুরেন্ট এর ব্যবসা করেন তারা সতর্ক থাকবেন। কোন প্রভাবশালী মানুষ আপনার পরিবারের পারিবারিক বন্ধু হওয়ার সত্ত্বেও, আপনার বিপদের সাথ দেবে না। ভগবান গণেশের সামনে আপনার নাম গোত্র বলে ঘি এর প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে আনন্দের বাতাবরণ, ছোট ভ্রমণে সুখ বৃদ্ধি হবে, পরিবারে প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। যে বান্ধবকে একসময় আপনি উপকার করেছিলেন আজ তিনি আপনার উপকার করবেন। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা কম হবে বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের। নিজের নাম গোত্র বলে ঘি এর প্রদীপ জ্বালুন বাবা ভোলেনাথ বিশ্বনাথের সামনে।

তুলা রাশি : আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো গ্রহ সংস্থান শুভ নয়। পুরাতন বান্ধবী দ্বারা বিতর্ক। নতুন বান্ধব যাকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি না করার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। কনিষ্ঠ কন্যার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। আজ বাণিজ্যে নতুন পথের যোগাযোগের কথা ছিল তা বাধা পড়বে, যারা অধ্যাপনা করেন তাদের আজ সতর্ক থাকা উচিত। মহাকালী মন্দিরে রক্ত জবা প্রদান করুন নিজের নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য শান্তির বাতাবরণ। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল কাজ কর্মের মধ্যে যারা রয়েছেন, তাদের শুভ সৌভাগ্যবৃদ্ধি। দাম্পত্য বিচ্ছেদ বা ডিভোর্সের মামলা যাদের চলছে তারা আজ একটু এগিয়ে থাকবেন। সন্তানের জন্য মন কষ্ট মন দুঃখ বৃদ্ধি হবে ।কর্মে সম্মান বৃদ্ধি যোগ ।সতর্ক থাকুন ছলনাময়ী নারীর থেকে। মহাকালি মন্ত্র।

ধনু রাশি : যারা লেখালেখি করেন শিল্পকলার মধ্যে আছেন, স্পষ্ট রুঢ় কথা বলার জন্য আজ সম্মানিত হবেন। সৎপথে সদ্ভাবে থাকার কারণে আপনি প্রশংসিত হবেন। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত একটু ধৈর্য ধরে কাজ করলে সম্মান বৃদ্ধি হবে, শিবলিঙ্গের সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালুন নিজের নাম গোত্র বলে। শুভ হবে।

মকর রাশি : শুভ দিন। ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা সন্তানের বিবাহের জন্য চিন্তিত আজ কোন শুভ খবরের সম্ভাবনা। রেল বা বিমান যোগে, যে দূর ভ্রমণের কথা ছিল তা বাস্তবায়িত হবে। পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি শান্তির বাতাবরণ। বাবা বিশ্বনাথের সামনে শিবলিঙ্গের সামনে প্রদীপ জ্বেলে, নিজের নাম গোত্র বলুন শুভ হবে ।

কুম্ভ রাশি : চঞ্চলতা এবং ধৈর্য হানির কারণে অশুভ গ্রহ যোগ। ছোট বিবাদকে নিয়ে বড় আকার ধারণ করতে পারে। পারিবারিক দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে অশান্তির কালো মেঘ। কনিষ্ঠ কন্যা বা কনিষ্ঠ পুত্রের কারণে দুশ্চিন্ত বৃদ্ধি।

মীন রাশি : শুভদিন ।বাণিজ্যে অর্থ লাভ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন, তাদের সফলতার ইঙ্গিত। মামার বাড়ি বা খুরতুতো কোনো সম্পর্কের দ্বারা আয় উন্নতি। প্রতিবেশীর দ্বারা কোনো সংবাদ আপনাকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে। সতর্ক থাকুন শুধু ছলনাময়ী নারী থেকে। শিবলিঙ্গ এর সামনে সরিষার তৈলের প্রদীপ জ্বেলে নাম গোত্র বলুন শুভ হবে।

(আজ অতিরিক্ত বিবাহ। পদ্মনাভ দ্বাদশী তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বেতন বৈষম্যের প্রতিবাদে কর্মবিরতির ডাক দিলেন আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

রেকাভিক, ২৫ অক্টোবর: নারীদের বেতন বৈষম্যের প্রতিবাদে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন দেশের মহিলারা। তাঁদের প্রতিবাদে সামিল হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রীও। সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে সাধারণ নারীদের সঙ্গেই সমান বেতনের দাবি জানালেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে আইসল্যান্ডে।

যদিও লিঙ্গসাম্যতার নিরিখে বিশ্বের সব দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে আইসল্যান্ড। তা সত্ত্বেও সেদেশের মহিলাদের বেতন পুরুষদের তুলনায় অন্তত ১০ শতাংশ কম। তার প্রতিবাদেই বনধে সামিল হয়েছেন অন্তত দশ হাজার মহিলা।

মঙ্গলবার থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু করেছেন আইসল্যান্ডের মহিলারা। নিজেদের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ করছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, ১৯৭৫ সালের পর এই প্রথমবার এত বেশি সংখ্যক মহিলা একই প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন। দেশের কর্মরত মহিলাদের ৯০ শতাংশই এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে হাসপাতাল-সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাজ বন্ধ রেখেছিলেন মহিলারা।

সমান বেতনের দাবিতে দেশের সাধারণ মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কাটরিন জাকোবসডটিরও। মঙ্গলবার নিজের সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে ছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র জানান, কোনও সরকারি কাজে যোগ দেবেন না কাটরিন। প্রতিবাদের দিনই ক্যাবিনেট বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যোগ দেবেন না বলে সেই বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি রেডিও অনুষ্ঠানে আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বলেন, লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে আরও তিনশো বছর সময় লেগে যাবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নিরিখে, বিশ্বে লিঙ্গসাম্য বজায় রাখার নিরিখে শীর্ষস্থানে রয়েছে আইসল্যান্ড। তা সত্ত্বেও পুরুষ ও মহিলাদের বেতনের মধ্যে ১০.২ শতাংশ ফারাক রয়েছে। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে হেনস্তার শিকার হন আইসল্যান্ডের ৪০ শতাংশ মহিলা। সব মিলিয়ে সমানাধিকারের দাবিতে সরব প্রধানমন্ত্রী থেকে সাধারণ মহিলারা।

বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে গুতেরেসের পদত্যাগ দাবি ইজরায়েলে

গাজা, ২৫ অক্টোবর: অবিলম্বে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের পদত্যাগ দাবি করল ইজরায়েল। অধিবেশনের শুরুতে তিনি বলেন, ৫৬ বছর ধরে প্যালেস্টাইনের উপর অত্যাচারের ফলেই আক্রমণ চালিয়েছে হামাস জঙ্গিরা। বিতর্কিত এই মন্তব্যের পরেই রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূত সাফ জানিয়ে দেন, অবিলম্বে গুতেরেসকে পদত্যাগ করতে হবে। কারণ রাষ্ট্রসংঘের নেতার পদে থাকার যোগ্যতা নেই তাঁর।

হামাস-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা চলাকালীন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব গুতেরেস হামাসের হামলার নিন্দা করেন। কিন্তু তার সঙ্গেই বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি। গুতেরেসের মতে, হামাসের এই হামলা আচমকা ঘটেনি। দীর্ঘ ৫৬ বছর ধরে বঞ্চনার শিকার হয়েছে প্যালেস্টাইন। তার ফলেই এইভাবে হামলা চালিয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। বিশেষজ্ঞ মহলের অনুমান, নাম না করে ইজরায়েলকেই একহাত নিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব।

গুতেরেসের এই মন্তব্যের পরেই ফুঁসে ওঠে ইজরায়েলের কূটনৈতিক মহল। বিদেশমন্ত্রী এলি কোহেনের প্রশ্ন, মহাসচিব আপনি কোন সমাজে বাস করেন? তিনি আরও বলেন, ২০০৫ সালে গোটা গাজা ভূখণ্ড তুলে দেওয়া হয়েছিল প্যালেস্তিনীয়দের হাতে। তার পরেই রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত টুইটে লেখেন, মহিলা ও শিশুদের গণহত্যা নিয়ে অ্যান্টোনিও গুতেরেসের যা মনোভাব, তাতে রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা নেই তাঁর। আমি চাই তিনি অবিলম্বে এই পদ থেকে ইস্তফা দিন।

প্রসঙ্গত, হামাস-ইজরায়েল দ্বন্দ্বে কোনও পক্ষে সমর্থন না জানালেও সাধারণ মানুষের পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে মুখ খ ুলেছে ভারত। আলোচনা চলাকালীন ভারতের তরফে জানানো হয়, ওই অঞ্চলের পরিস্থিতি এবং ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনায় নয়াদিল্লি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

তাওয়াং সীমান্তে সেনা মোতায়েন করছে চিন!

উপগ্রহ চিত্রে চাঞ্চল্য

ইটানগর, ২৫ অক্টোবর: অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং সীমান্তের কাছে নতুন করে সেনা মোতায়েন করছে চিন! মজুত করা হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। এর আগেও এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল লাল ফৌজ। যার কড়া জবাব দিয়েছিল ভারত। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তরফে উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি প্রকাশ করে এমনই দাবি করা হয়েছে।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছে, তাওয়াংয়ের সংঘর্ষস্থলের কাছেই চিন সেনা মোতায়েন করছে। এর আগেও এই তাওয়াং সেক্টরে বার বার সীমান্ত লঙ্ঘন করার অভিযোগ উঠেছে চিনের বিরুদ্ধে। গত বছরের ডিসেম্বরে পিপলস লিবারেশন আর্মি তাওয়াং সেক্টরে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা লঙ্ঘন করেছিল। ভারতীয় সেনা সেই লঙ্ঘনের দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেছিল।

বলে রাখা ভালো, মঙ্গলবার অরুণাচল প্রদেশ সফরে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শস্ত্রপুজো করে জওয়ানদের সঙ্গে দশেরা পালন করেন। তাওয়াংয়ে যুদ্ধে শহিদ সেনাকর্মীদের স্মারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনও করেন তিনি। তার পর তিনি বলেন, লালফৌজ অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াংয়ের ইয়াংটসে এলাকায় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখাকে 'অতিক্রম' করার এবং 'একতরফাভাবে স্থিতাবস্থা পরিবর্তন' করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ভারতীয় সেনারা বাধা দেয় এবং দৃঢ়ভাবে তার মোকাবিলা করে।

২০৩০ সালের মধ্যেই তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর: শিগগিরি জাপান ও জার্মানিকে টপকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে চলেছে ভারত। এস অ্যান্ড পি গ্লোবাল মার্কেটের দাবি তেমনই। ২০৩০ সালের মধ্যে নয়াদিল্লি এই নতুন স্বীকৃতি অর্জন করবে বলেই জানাচ্ছে তারা।

সেখানে দাবি করা হয়েছে, ভারতের জিডিপি ২০২২ সালে ছিল সাড়ে তিন ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এই শতাধীর শেষেই তা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যাবে। দাঁড়াবে ৭.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে। আর তার ফলে জাপানকে টপকে এশিয়ার অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসবে নয়াদিল্লি।

উল্লেখ্য, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি আমেরিকার। মার্কিন মুলুকের জিডিপি ২৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। তালিকায় এর পরই চিন। তাদের অর্থনীতি ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারের। এবার এই দুই মহাশক্তিকেই তাড়া করবে ভারত। রিপোর্টের তেমনই দাবি। কেবল জাপান নয় (৪.২ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি), জার্মানিকেও ২০৩০ সালের মধ্যে টপকে যাবে নয়াদিল্লি। প্রসঙ্গত, জার্মানির (ঝত্রন্দ্বখ:া) অর্থনীতি ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের। কেবল এস অ্যান্ড পি গ্লোবাল মার্কেটই নয়, অন্যান্য বহু আন্তর্জাতিক সংস্থাকেও ভারত সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতে দেখা গিয়েছে।

নিরাপত্তার কারণে নির্বাচন কমিশনের কাছে ইমরানকে পেশ করা হল না!

ইসলামাবাদ, ২৫ অক্টোবর: গত অগস্ট থেকে জেলবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। একাধিক মামলা চলছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেরকমই এক অবমাননার মামলায় পাক নির্বাচন কমিশনের কাছে শুনানির জন্য হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল ইমরানের। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে তাঁকে ইসিপির কাছে পেশ করতে অস্বীকার করল সেদেশের কেয়ারটেকার সরকার।

পিটিআই সূত্রে খবর, মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রাক্তন পাক অধিনায়ককে পেশ করতে অস্বীকার করে পাঞ্জাব প্রদেশের পুলিশ।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হয়ে পাঞ্জাব পুলিশ ইসিপিকে জানায়, ইমরান খানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই পিটিআই চেয়ারম্যানকে তাদের সামনে পেশ করা সম্ভব নয়।

সন্ন্যাসীদের ধুনুচিনাচের শোভাযাত্রা, প্রথা মেনে বেলুড় মঠে প্রতিমা নিরঞ্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে চিরাচরিত রীতি-প্রথা মেনে দশমীর সন্ধ্যাতেই বেলুড় মঠে প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন হল। বেলুড় মঠের এই প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে বেলুড় মঠে উপস্থিত ছিলেন অগণিত ভক্ত। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধুনুচিনাচের প্রথা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে প্রতিমা নিরঞ্জনের কার্য সম্পন্ন করে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ।

বেলুড় মঠের আবাসিক সন্ন্যাসীরা প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে মাকে বরণ করেন। এরপর সন্ন্যাসীরা ঢাক ঢোল কাঁসরের তালে ধুনুচি নৃত্য সহযোগে মঠের নিজস্ব গঙ্গার ঘাটে, মায়ের মন্দিরের সামনের ঘাটে মা দুর্গার নিরঞ্জন করেন।

ষষ্ঠীর দিনে বোধনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে মহা ষষ্ঠী, মহা সপ্তমী, মহা অষ্টমী ও মহা নবমীর পর বিজয়া দশমীর দিনে স্বাভাবিক নিয়মেই তো আসে বিসর্জনের লগ্ন উপস্থিত হয়। মঙ্গলবার দশমীতে দুপুরের পর থেকেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রতিমা নিরঞ্জন করার পর্ব। সকাল থেকেই বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে বাড়ির পুজোগুলির বিসর্জন হয়েছে, এছাড়াও ছিল বিভিন্ন আবাসনের পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জন। সন্ধ্যার পর বাগবাজার দুর্গাপুজো সহ কয়েকটি বারোয়ারি পুজার প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। ২৬ অক্টোবর রেড রোডে দুর্গাপুজা কার্নিভ্যালের জন্য অধিকাংশ বড় কমিটি তাদের প্রতিমা নিরঞ্জন স্থগিত রেখেছে।

যদিও নিজেদের পরম্পরা অনুযায়ী বিষাদের সুর বুকে নিয়েই বেলুড় মঠে প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন হয়। বেলুড় মঠের আবাসিক সন্ন্যাসীদের অনুযায়ী মা চলে যাওয়ার কষ্ট তাঁদের হলেও, অনেক বেশি কষ্ট মায়ের মনে। তাই মা যাতে বিদায়ের মুহূর্তে তাঁর সন্তানেরা আনন্দেই রয়েছে, সেই বার্তাই মা-কে পৌঁছে দিতে সন্ন্যাসীরা নেচে-গেয়ে মাকে আনন্দিত করেন। এই ভাব ও প্রথা বজায় রেখেই প্রতিমা নিরঞ্জন হয় বেলুড় মঠে।

এছাড়াও হাওড়ার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু। রামকৃষ্ণপুর ঘাট-সহ অন্যান্য ঘাটে চলে নিরঞ্জন। বহু সাধারণ মানুষও বিজয়া দশমীর নিরঞ্জন-উৎসবে অংশ নেন, মহিলারা মেতে ওঠেন সিঁদুর খেলায়। যদিও নিরঞ্জনের ঘাটগুলিতে রয়েছে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। পুরনিগমের কর্মী সহ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্য ও গঙ্গা বক্ষে রিভার ট্রাফিক পুলিশের টহলদারি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিমা জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৌর নিগমের কর্মীরা তা তুলে নেয়। এই বছরও ফুল ও অন্যান্য সামগ্রী গঙ্গায় ফেলতে দেওয়া হয়নি।

রসপুর রায়বংশের পৌনে পাঁচশ (৪৭৯) বছরের দুর্গাপুজোর বরণ ও সিঁদুর খেলার ছবি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৬ অক্টোবর ৮ কার্তিক, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

রেশন দুর্নীতির তদন্তে ১০০ কোটির সম্পত্তি ইডির নজরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার পর এবার রেশন দুর্নীতির তদন্তে প্রচুর সম্পত্তির সন্ধান পেলেন তদন্তকারীরা। 'প্রভাবশালী' ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানের পাহাড়-প্রমাণ সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছে ইডি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে খবর, বাকিবুর ও তাঁর আত্মীয়দের প্রায় ১০০ কোটির সম্পত্তির সন্ধান মিলেছে। খোঁজ মিলেছে ১ হাজার ৬৩২ কাঠার জমির। ইডি সূত্রে খবর, এর মধ্যে বেশিরভাগ জমিই উত্তর ২৪ পরগনা ও বহরমপুরে। রাজারহাট, বারাসত ও রঘুনাথপুরে একাধিক ফ্ল্যাটের হদিশ মিলেছে বলেও তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে।

এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কি দুর্নীতির থেকেই তৈরি হয়েছে? সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। সূত্রের দাবি, এই ১ হাজার ৬৩২ কাঠা জমির আনুমানিক বাজারদর প্রায় ১০০ কোটি টাকা। রাজ্যের একাধিক জেলায় মোট ৯৫টি জায়গায় এই জমিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা এই সব সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন।

প্রসঙ্গত, বাকিবুর রহমানের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু রেস্তরাঁ ও পানশালার সন্ধান ইতিমধ্যেই পেয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী

সংস্থার অফিসাররা। সেই সূত্র ধরে তদন্ত এগতেই উঠে আসে দুবাইয়ের প্রসঙ্গ। গোয়েন্দারা জানতে পারেন, দুবাইয়েও বেশ কিছু সম্পত্তি রয়েছে বাকিবুরের। যার মধ্যে বেশিরভাগই নগদ টাকায় কেনা হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর।

আর এসবের মধ্যে বাকিবুর ও তাঁর আত্মীয়দের প্রায় ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পেলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। দুর্নীতির টাকায় এই সম্পত্তি কেনা হয়েছিল কি না, কিংবা এর মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করা হয়েছিল কি না, সেই সব দিকগুলি খতিয়ে দেখছে ইডি। সূত্রের দাবি, এই ১ হাজার ৬৩২ কাঠা জমির আনুমানিক বাজারদর প্রায় ১০০ কোটি টাকা। রাজ্যের একাধিক জেলায় মোট ৯৫টি জায়গায় এই জমিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা এই সব সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন।

প্রসঙ্গত, বাকিবুর রহমানের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু রেস্তরাঁ ও পানশালার সন্ধান ইতিমধ্যেই পেয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। সেই সূত্র ধরে তদন্ত এগতেই উঠে আসে দুবাইয়ের প্রসঙ্গ। গোয়েন্দারা জানতে পারেন, দুবাইয়েও বেশ কিছু সম্পত্তি রয়েছে বাকিবুরের। যার মধ্যে বেশিরভাগই নগদ টাকায় কেনা হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। আর এসবের মধ্যে বাকিবুর ও তাঁর আত্মীয়দের প্রায় ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পেলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। দুর্নীতির টাকায় এই সম্পত্তি কেনা হয়েছিল কি না, কিংবা এর মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করা হয়েছিল কি না, সেই সব দিকগুলি খতিয়ে দেখছে ইডি।

শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন হয় নৌকোতে দীর্ঘদিনের রীতি মেনে।

উমার বিদায়বেলায় দাঁ বাড়িতে সিঁদুর খেলা। ছবি: অদিতি সাহা

নার্সিংয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম! হাইকোর্টের দ্বারস্থ একাধিক প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার নার্সিংয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম! অভিযোগ, বিএসসি ও এমএসসি নার্সিংয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রথমের দিকে র‍্যাঙ্ক থাকা প্রার্থীদের দূরের কলেজে পাঠিয়ে তুলনায় পিছনের দিকে থাকা প্রার্থীদের কাছাকাছি ভর্তির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। হাইকোর্টের দ্বারস্থ একাধিক প্রার্থী। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই মামলা ওঠে।

বৃহস্পতিবারের মধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের বক্তব্য জানতে চেয়েছে আদালত। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে যাঁরা পাশ করেছেন, জুন মাসে সেই সমস্ত প্রার্থীদের কাউন্সেলিং হয়। মামলাকারীদের বক্তব্য, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একধিক জেলার বহু প্রার্থীকে উত্তরবঙ্গ, বাঁকুড়া, বীরভূমের দিকে কলেজে দেওয়া হয়েছে। কারণ, কাছাকাছি কোনও মেডিক্যাল

কলেজে শূন্যপদ ছিল না। কিন্তু এরপর গত ৫ অক্টোবর ফের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন করে ৫৭ টি শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি দেয় স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগে যাঁরা ভর্তি হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা নতুন করে এই কাউন্সেলিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

এরপরই যাঁদের নাম মেধাতালিকায় আগের দিকে ছিল, অথচ দূরের কলেজে ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের বক্তব্য, কাউন্সেলিংয়ের আপগ্রেডেশনের জন্য স্বাস্থ্য দফতরে আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতর তাতে কোনও সম্মতিসূচক জবাব দেয়নি।প্রার্থীদের দাবি, তাঁদের পরে র‍্যাঙ্ক থাকা প্রার্থীরা কাছাকাছি কলেজে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তাহলে তাঁরা কেন বঞ্চিত হবেন? তাঁদের আবেদনে স্বাস্থ্য দফতর প্রথমে শূন্যপদ নেই বলে দাবি করেছিল বলে দাবি প্রার্থীদের। এখন নতুন পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের আইনজীবী জানান, বৃহস্পতিবারের মধ্যে এ বিষয়ে 'ডেপুটি ডিরেক্টর অব হেলথ'-এর বক্তব্য আদালতকে জানাতে বলা হয়েছে।

বিজয়ার রাতে সোদপুর গুলি, দিন কাটলেও অধরা ৩ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : মঙ্গলবার দশমীর রাতে খড়দা থানার সোদপুর রাসমণি মোড় সংলগ্ন নন্দনকাননে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন এক যুবক। তাঁর নাম শুভজিৎ ঠাকুর ওরফে বাচ্চা। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও দুষ্কৃতীরা ধরা না পড়ায় জনমানসে বাড়ছে ক্ষোভ।

অভিযোগ, রবিবার বাড়ির কাছে, তিন দুষ্কৃতী অতর্কিতে হানা দেয়। বাইক থামিয়ে শুভজিৎকে লক্ষ্য করে একজন গুলি চালায়। দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলি যুবকের ডান পায়ে লাগে। গুলিবিদ্ধ ওই যুবককে প্রথমে খড়দার বলরাম পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে ওকে কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গুলির ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। গুলিকাণ্ডে অভিযুক্ত অধরা তিন দুষ্কৃতীও।

শুভজিৎ জানান, মুখে মাস্ক পরা তিনজন পায়ে হেঁটে এসে তাঁর বাইক

থামায়। ওরা গলির ভেতরে তাঁকে ঢুকতে বলে। তিনি গলিতে ঢুকতে রাজি না হওয়ায় তাকে ধরে তিন জন তাঁকে ধরে টানাটানি করতে থাকে। প্রাণে বাঁচতে বাইক ছেড়ে পালানোর সময় ওরা গুলি চালিয়ে চম্পট দেয়। সূত্র বলছে, শুভজিৎ আগে টোটো চালাতেন। কিন্তু ইদানিং মাদক দ্রব্য বিক্রি করছিলেন তিনি। কী কারণে এই ঘটনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তবে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে তিন দুষ্কৃতীর পালানোর দৃশ্য এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরা ধরা পড়েছে। পুলিশ সেই সিসিটিভির ফুটেজ দেখে গুলিকাণ্ডে জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

পিছু ছাড়ছে না ডেঙ্গু, সন্তোষপুরের ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডে ঘরে ঘরে রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোয় ঝকঝকে রোদ আর মেঘমুক্ত আকাশ দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন এবার তবে ডেঙ্গুর দাপট শেষ হল। কিন্তু কোথায় কি!

গত দু'দিন আগে দুর্গাপুজোর মধ্যেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল সন্তোষপুরের বাসিন্দা বছর পঁয়তাল্লিশের মামনি নস্করের। তবে ওই এলাকার অবস্থা যে ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে তা জানালেন এলাকার বাসিন্দারা। যাদবপুরের নিউ সন্তোষপুর এলাকার জনতা রোড। সেখানে ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের কেউ না কেউ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। অভিযোগ, ঘরে-ঘরে রোগী। কারও বাড়িতে দু 'জন, আবার কারও বাড়িতে একজন। এলাকার অনেকেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

অভিযোগ, অনেক সময় হাসপাতালে গিয়েও মিলছে না বেড। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, প্রশাসন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করছে। কিন্তু একাধিক বহুতলগুলিতে কোনও বাসিন্দা নেই। দীর্ঘদিন ধরে সেগুলি বন্ধ হয়ে

রয়েছে। ছাদগুলিতে জমা জলে ডেঙ্গির মশার লার্ভা জন্মাচ্ছে। আর তার জন্য এলাকায় বাড়ছে মশার দাপট। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তাঁরা মশারি টাঙিয়ে ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু মশার প্রকোপ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থাকছে। ওই ওয়ার্ডের ১১ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তীর দাবি, উনি যেখানে থাকেন সেটা বস্তি অঞ্চল। ওই এলাকায় কলকাতা পুরসভা থেকে মশার ওষুধ স্প্রে করা হয়। তবে হ্যাঁ এটা ঠিক অনেকেই ফ্ল্যাট কিনে সেই ফ্ল্যাট ফেলে রাখেন তালা-চাবি দিয়ে। ছাদের মধ্যে জল জমে বাড়ছে ডেঙ্গি মশার লার্ভা। এটা চিন্তার বিষয়।

স্বপন নস্কর নামে স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'এখানে অনেকেই আক্রান্ত। সারাক্ষণ মশার ধুপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এলাকা পরিষ্কার রয়েছে।' আরও এক বাসিন্দা বলরাম সর্দার বলেন, 'কয়েকদিন আগে আমার হয়েছিল। আমার স্ত্রী আক্রান্ত। মেয়েরও হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতাল ভর্তি নিতে চায়নি।'

ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু, বিক্ষোভে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহেশতলায় ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক জনের। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও এক জন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দেহ নিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়েরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারীর দাবি, রাস্তায় পুলিশের কোনও নজরদারি থাকে না। কোনও নিরাপত্তা নেই। বেপরোয়া ভাবে গাড়ি ওই সড়ক দিয়ে গাড়ি চলে। যার জেরে দুর্ঘটনা।পুলিশ সূত্রে খবর, ট্যাঙ্কারটি কলকাতার দিক থেকে বজবজের দিকে যাচ্ছিল। মহেশতলার চন্দননগরে দু'জনকে ধাক্কা দেওয়ার পর সেটি বজবজের দিকে পালিয়ে যায়। সেখান থেকেই ট্যাঙ্কারটিকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই বাইক আরোহী রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি ট্যাঙ্কার পিছন দিক থেকে তাঁদের ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক যুবকের। অন্য জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করতে গেলে বাধা দেন স্থানীয়েরা। পরে মহেশতলা-বজবজ সড়কে বিক্ষোভও দেখানো হয়। রাস্তায় স্ল্যাব ফেলে ঘণ্টাখানেক ধরে চলে পথ অবরোধ। এর জেরে এলাকায় তীব্র যানজট তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ।

হাতে ছিল মাত্র ৪ মিনিট সময়, ঝুঁকির অস্ত্রোপচারে বাঁচল প্রাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গলার টিউমার এমনভাবে ধমনীগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছিল যে ব্রেনে রক্ত পৌঁছনোর পথই বন্ধ হয়ে যায়। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের অভাবে ব্রেন ডেড হতে বসেছিল রোগীর। হাতে সময় ছিল মাত্র মিনিট চারেক। তার মধ্যে অপারেশন না হলে রোগীকে বাঁচানো যেত না। মৃতপ্রায় সেই রোগীকে মাত্র চার মিনিটের অপারেশনে নতুন জীবন দিলেন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গলার কাছ থেকে মাংসপিণ্ড-সহ সম্পূর্ণ টিউমার বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্লক হয়ে যাওয়া ধমনীগুলোকে আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। অপারেশনটা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল কারণ, চার মিনিটের মধ্যে ব্লক হয়ে যাওয়া ধমনীগুলো খুলে দেওয়া না হলে রক্তের অভাবে মস্তিষ্কের কোষগুলো মরতে শুরু করত।

জীবনদায়ী ওষুধ পৌঁছনোর কাজ করেন রাজেশ রাউত (৪১)। কয়েকদিন ধরেই গলার ডানদিকে ব্যথা ব্যথা করছিল রাজেশ রাউতের। চিকিৎসকের কাছে এসে পরীক্ষা করাতেই রা পড়ে ক্যারোটিড আর্টারি টিউমার। শরীরে যে রক্তবাহী নালীর মাধ্যমে

প্রতীকি ছবি

মস্তিষ্ক, ঘাড়, গলায় রক্ত পৌঁছয়, তার নাম ক্যারোটিড আর্টারি। আবার মস্তিষ্ক থেকে যে রক্তবাহী নালী রক্ত সংগ্রহ করে তাকে বলে ইন্টারনাল জুগুলার শিরা। চিকিৎসকরা বলছেন, ক্যারোটিড আর্টারি এবং ইন্টারনাল জুগুলার শিরার মাঝে টিউমারটি ছিল। ফুসফুস, অন্ত্র, লিভার, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসে খবরাখবর যে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছয়, সেই ভেগাস স্নায়ু টিউমারের ভারে তিন গুণ লম্বা হয়ে গিয়েছিল। টিউমার ক্যারোটিড আর্টারি যে ভাবে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছিল তাতে ব্রেনে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীগুলোর মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই ঝুঁকি না নিয়েই অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন ডাক্তাররা। ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডা. শান্তনু পাঁজা, ভাস্কুলার সার্জন ডা. তমাশিস মুখোপাধ্যায় অপারেশন করেন। সহজ ছিল না অস্ত্রোপচার। টিউমারটি ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল যে বাদ দিতে হত আর্টারির কিছু অংশকে। চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন এ অস্ত্রোপচারে কিছুক্ষণের জন্য রোগীর মাথায় রক্ত সঞ্চালন বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু তা কখনওই ৪ মিনিটের বেশি নয়। কারণ এর পরেই ব্রেনের কোষগুলো নষ্ট হতে শুরু করবে। চিকিৎসকরা বলছেন, এই অপারেশন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সামান্য অসাবধানতায় প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে পারত। তাছাড়া মস্তিষ্কে রক্ত যায় যে ব্লাড ভেসেল দিয়ে তা সামান্য সময় বন্ধ থাকলে রোগীর স্ট্রোক হতে পারত। সবটা সামলেই অপারেশন করেন ডাক্তারবাবুরা। রোগীর অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলেই জানা গেছে।

উদ্দীপনায় পুজো কাটলেও বিষন্নতা গ্রাস করেছিল কুমোরটুলিকে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: দুর্গাপুজোর চারটে দিন কেটে গেল দেখতে দেখতে। 'আবার এসো মা' , বলে ঘরের মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে বাঙালির ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেছে পরের বছরের প্রতীক্ষার। তবে সপ্তমী থেকে দশমী আবার কোথাও বা তারও আগে দুর্গাপুজোকে ঘিরে ছিল এক প্রবল উদ্দীপনা। ঠিক তেমনই এক বিষন্নতা গ্রাস করেছিল কুমোরটুলিকে। মণ্ডপে প্রতিমা আসার পর আমরা আর খবর রাখিনি কুমোরপাড়ার। যেখানে গত প্রায় ছ'মাস ধরে অতি যত্নে তিল তিল করে গড়ে তোলা হয়েছিল মা দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি। পঞ্চমীর মধ্যেই কুমোরটুলির প্রতিটি শিল্পীর স্টুডিও বা ঘর ফাঁকা হয়ে যেতে কোথাও একটা বিষাদ যেন চেপে বসেছিল এই শিল্পীদের মাঝে। কারণ, তাঁরা তো শুধু একটা প্রতিমা বানান তা নয়, এ যেন নিজের অধ্যাবসায় আর একাগ্রতা দিয়ে ওই মাতৃমূর্তির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা। ফলে সাধারণের চোখে এইগুলি মৃন্ময়ী এক সাধারণ মাটির মূর্তি হলেও শিল্পীদের কাছে ঠিক বোধহয় তা নয়। কোনও একটু মেয়ে সন্তানকে যেমন করে তাঁর বাবা-মা অতি যত্নে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করেন এটাও ঠিক তেমনই। এরপর মেয়ে বড় হলে তাঁকে শ্বশুরালয়ে পাঠাতে হয় এটাই যেমন প্রথা, কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের ক্ষেত্রেও ছবিটা যেন এক। মাস ছয়েক ধরে বানানো এই সব মূর্তি মণ্ডপে পাঠানোও যেন মেয়েকে একসময়

শ্বশুরালয়ে পাঠানোরই সমান। ফলে আমরা যখন মেতে উঠি দুর্গাপুজোয় তখন তাঁদের ঘরে বিরাজ করতে থাকে এক অদ্ভুত শূন্যতা। নানা কর্মকাণ্ডের জাঁতাকলে পরে এই শূন্যতা দীর্ঘকাল বিরাজ যেমন করে না মানবজীবনে, সেখানেও শিল্পীদের ক্ষেত্রেও ছবিটা সেই একই। কারণ, দুর্গাপুজো শেষ হতে না হতেই শুরু করতে হয় লক্ষ্মী প্রতিমা গড়ার কাজ। সেটাও কম নয়। কারণ, দুর্গাপুজো যে কটি মণ্ডপে হবে সেখানেলক্ষ্মী পুজো হবেই এটাই রীতি। আর দিন তিন চারেকের মধ্যে এই লক্ষ্মী প্রতিমা মণ্ডপে চলে যাওয়ার পর কালীপুজো আসতে হাতে থাকে আর দিন পনেরো। ফলে অবসাদে ভোগার সময়টাই বা কোথায়!

এই প্রসঙ্গে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী এবং অ্যাডভাইজার কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সাংস্কৃতিক সমিতির অ্যাডভাইজার মিন্টু পাল জানান, 'কালীপুজোর সংখ্যা একটু হলেও বেড়েছে কলকাতা এবং শহরতলিতে। ফলে কাজের চাপ থাকেই। আর কালীপুজো কাটতে না কাটতেই চলে আসে জগদ্ধাত্রী পুজো। বছর ২০ আগেও কলকাতায় তেমন জগদ্ধাত্রী পুজো হতো না। এখন এই জগদ্ধাত্রী পুজোর সংখ্যা বেড়েছে বেশ অনেকটাই। কলকাতায় মূলত দু-একটি বারোয়ারি ছাড়া জগদ্ধাত্রী পুজো হতোই না। মূলত বাড়িতেই হতো এই জগদ্ধাত্রী পুজো। তবে সময়ের সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পুজোকেও আপন করে নিয়েছে কলকাতার বাঙালি। ফলে বিংশ শতাধীর শেষের দিকে চন্দননগর বা কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় যে একটা মনোপলি ছিল তাতে ভাগ বসাতে চলেছে এবার কলকাতাও। ফলে চাপ বেড়েছে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের। আর এই জগদ্ধাত্রী পুজো শেষ হলে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত কুমোরটুলির এই ব্যস্ত চেহারাটা একেবারেই নজরে আসবে না। আবার কিছুদিনের ব্যস্ততা চলে সরস্বতী পুজোকে ঘিরে। এরপর ফের আদতে বছরের ছ মাস শিল্পীরা কাজ করেন। আর এই আয়ে বেশির ভাগ শিল্পীদের সারা বছরের খরচ তুলতে হয়।'

এরই রেশ ধরে এ বছরের পুজোয় কুমোরটুলির বাণিজ্য সম্পর্কে শিল্পী মিন্টু পাল জানান, 'কুমোরটুলি এবার অনেকটাই পুরনো ছন্দে ফিরেছে। তবে কোভিড যে ক্ষত তৈরি করে দিয়ে গেছে সেই ক্ষত এক দু-বছরে কাটিয়ে ওঠা খুবই কঠিন। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, সামনের বছর এমন চাহিদা থাকলে মৃৎশিল্পীদের আর্থিক সমস্যায় থাকার কথা নয়।' তবে আক্ষেপের সঙ্গে এও জানান, দুর্গাপুজোর আগে সবার মনে পড়ে কুমোরটুলির কথা। সারা বছর মৃৎশিল্পীদের একটু খবর রাখলে যে তাঁরা উৎসাহ পান তাও জানাতে ভুললেন না তিনি।

সম্পাদকীয়

উৎসবের সময়কার সম্প্রীতি যেন সারা বছর বজায় থাকে

বাঙালির দুর্গাপুজোয় আন্তর্জাতিককরণ ঘটেছে ইউনেস্কোর হাত ধরে। বছর দেড়েক আগে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'-এর শিরোপা মেলার পর কলকাতার পুজো দেখতে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি ও বিদেশিদের সমাগম বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ উৎসব ঘিরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতির ছবি দেখা যায় এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মায়ের কাছে তাই প্রার্থনা, এই সম্প্রীতি যেন সারা বছরই বজায় থাকে। তিলোত্তমা শহরবাসী থেকে মফস্সল শহর, বিস্তীর্ণ গ্রামবাংলার ছবিটাও যেন হুবহু এক। পদাতিক দর্শনার্থীদের বিরামহীন স্রোত যেন ঘুচিয়ে দিয়েছিল যাবতীয় দুঃখ, ক্লেশ, মলিনতা, বিভেদের বেড়াজাল। মহালয়া থেকে নবমী যেন প্রতিদিনই 'অষ্টমী'। দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত শুধু অক্লান্ত অবিরাম পদচারণা। আর কোনও পুজোর মণ্ডপ কাকে টেক্কা দিল, কাদের থিম চোখ টানল, কাদের প্রতিমায় অপরূপ শিল্পের ছোঁয়া;তা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় চলেছে বাঙালির পছন্দের তর্কযুদ্ধ। তবে এ যুদ্ধে নেই তিক্ততা, নেই বিভেদের রাজনীতি। কিন্তু উৎসব কি ভুলিয়ে দিতে পারবে সবকিছু? এই মুহূর্তে এক চরম সঙ্কটে আমাদের দেশ। মানুষের জীবনযাপনের নিত্যসঙ্গী পণ্যের বাজারে আগুন লেগেছে। তথ্য বলছে, বেকারি ৪৫ বছরে রেকর্ড ছুঁয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় কমেছে। অপুষ্টি, অনাহার, শিশু মৃত্যুর মতো বিভিন্ন সূচকে বিশ্বের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি ভারত। দেশি-বিদেশি যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান বলছে, এ জমানায় দেশে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বেড়েছে। সম্পদের সিংহভাগ চলে গিয়েছে মুষ্টিমেয়র হাতে। মানুষকে ভাতে মারার আয়োজনের পাশাপাশি ধর্মীয় বিভাজন, সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং দেশের সরকারের যেকোনও সমালোচনাকে রাষ্ট্রদ্রোহের তকমা দিয়ে আক্রমণ, বিরোধী শক্তিকে দমন করতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির যথেচ্ছ ব্যবহার;সব মিলিয়ে এক নৈরাজ্যের পরিবেশ। সেইসঙ্গে আশঙ্কা, দেশটা ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সরে হিন্দুরাষ্ট্র হয়ে যাবে না তো? তবু পুজোর ক'টা দিন আমরা এসব ভুলে ছিলাম। নানান ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে আকচা-আকচি দেখছিল বাংলার মানুষ, মৃন্ময়ীর আগমনে তার অনেকটাই যেন ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক নেতারাও ছিলেন পুজোর মুডে। যে উৎসবকে ঘিরে প্রায় সর্বত্র সম্প্রীতি, সবধর্ম সমন্বয় ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তা যেন আগামী দিনেও বজায় থাকে।

শাশ্বত কথা

বিভিন্ন প্রকার সাধক

দুই রকমের সাধক দেখা যায়- যেমন, বাঁদরের ছানা এবং বিল্লির ছানা। বাঁদরের ছানা আগে তার মাকে ধরে, পরে তার মা তাকে সঙ্গে করে যেখানে সেখানে নিয়ে বেড়ায়। বেড়ালের ছানা কেবল এক জায়গায় বসে মিউ মিউ করতে থাকে, তার মা যখন যেখানে ইচ্ছা হয় ঘাড়ে ধরে নিয়ে যায়। তেমনি জ্ঞানী বা কর্মী সাধক বাঁদরের ছানার ন্যায় পুরুষকার দ্বারা ঈশ্বরলাভ করতে চেষ্টা করে থাকে। আর ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরকে সকলের কর্তা জ্ঞান করে, তাঁর চরণে বিড়াল-ছানার ন্যায় নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

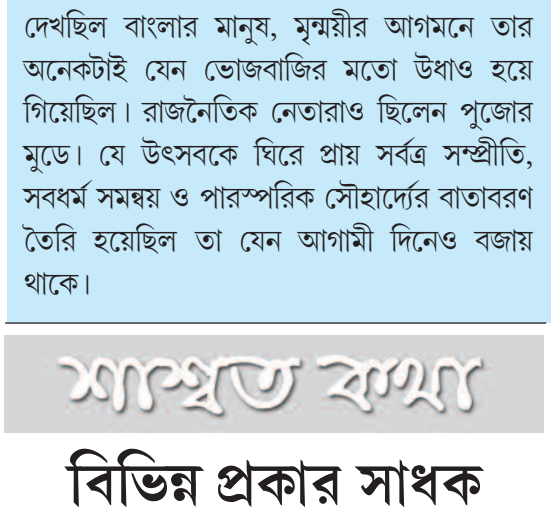

রবীনা ট্যান্ডন

১৯৩২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এস বঙ্গরাপ্পার জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রবীনা ট্যান্ডনের জন্মদিন।*

শঙ্খচিল আর নীলকণ্ঠ, এই দুই পাখিই ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজোয় কৈলাসের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল

তাপস চট্টোপাধ্যায়

একালে আমাদের মহানগরীর দুর্গাপূজায় যতটা থিমের প্রাচুর্য, সেকালের দুর্গাপূজায় লক্ষ্য করা যেত উল্টোটা, প্রাচুর্যের থিম। একে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার পাশাপাশি ইংরেজ শাসকদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বনেদি পরিবারগুলোর একে অন্যের মধ্যে চলতো দড়ি টানাটানি। অনেকক্ষেত্রেই দেবীপুজোকে ঢাল করে বংশের পশার এবং প্রতিপত্তির প্রদর্শনই মুখ্য হয়ে উঠতো।

১৭৮৪ সালে দর্পনারায়ণের ভাই নীলমণি ঠাকুর একান্নবর্তি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর আমলে দুর্গাপূজা শুরু হলেও, পুজোর রমরমা শুরু হয় নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে। সে সময় বিত্তে এবং আভিজাত্যে উত্তর কলকাতার দ্বারকানাথ ছিলেন এক নম্বরে। তৎকালীন ইংরেজ সাহেবসুবোরাও তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতো। এহেন দ্বারকানাথের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে দেবীর বোধন থেকে বিসর্জনের আঙ্গিক ছিল যতটা বর্ণময় ততটাই আভিজাত্যে ভরা।

উল্টোরথের দিন গঙ্গার পাড় থেকে আনা হতো প্রতিমা তৈরির মাটি বৈদিক নিয়ম মেনে কাঠামো পুজোর পরেই প্রতিমার গায়ে পড়তো মাটির প্রলেপ। ঠাকুর বাড়ির অন্দরেই দিনের পর দিন ধরে চলতো প্রতিমা তৈরির কাজ। ঠাকুর বাড়ির দুর্গাপ্রতিমার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল একচালা অর্ধচন্দ্রাকৃত মূর্তি। প্রতিমা তৈরির প্রতিটা পর্যায়ের নজরদারি এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। শোনা যায়, তিনিই সময়ে সময়ে মৃৎশিল্পীদের পানের খিলি যোগান দিতেন। দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। শোনা যায়, ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপ্রতিমার মুখ তাঁর মুখের আদলেই তৈরি হয়। শুধুমাত্র পুজোর আয়োজনেই নয়, বরং দেবীপ্রতিমার অঙ্গসজ্জাতেও ছিল অবাধ আভিজাত্যের ঝলক।

পুজোর কটা দিনে প্রতিমার দুবার বেনারসি বদল হতো, আবার কখনো কখনো তাঁর পরিধানে যোগ হতো উঁচু মানের তসর এবং গরদের পরিধান। দেবীর মাথার মুকুট থেকে কোমরের চন্দ্রহার ছিল খাঁটি সোনার।

দ্বারকানাথের আমলে শুধুমাত্র দেবীপ্রতিমা নয়, পরিবারের সদস্যদের পোশাক আসাকেও ছিল অভিনবত্বের ছোঁয়া। পরিবারের সমস্ত সদস্যরা পুজো উপলক্ষে নতুন জামাকাপড় পেতেন। ছেলেদের জন্য বরাদ্দ হতো চাপকান, জরির টুপি, রেশমি রুমাল আরো কত কি। রকমারি সুগন্ধি আতরের পসরা নিয়ে হাজির হত আতরওয়ালা, চীনা চর্মকার জুতোর মাপ নিয়ে যেত। তাঁতিনীরা মহিলাদের শাড়ির গাঁট নিয়ে অন্দরমহলে হাজির হতো। মহিলারা দিনের বেলা নীলাম্বরী, গঙ্গা যমুনা, গরদের শাড়ি পরতেন আর রাতের বেলা জড়োয়ার গয়না। দ্বারকানাথ সয়ং নিজের হাতে মহিলাদের সুগন্ধির শিশি আর খোঁপায় লাগানোর জন্য রঙিন সোনা রুপোর ফুল উপহারস্বরূপ দিতেন। দ্বারকানাথের এই উপহার থেকে পরিবারের ছোটরাও বঞ্চিত হতেন না। ঠাকুরবাড়ির ভৃত্য থেকে পাচক, সাধারণ কর্মচারী থেকে গাড়ির চালক সকলেই পুজো উপলক্ষে নতুন জামাকাপড় পেতো।

পুজো দর্শনের জন্য লেখা হতো আমন্ত্রণ পত্র, অবশ্য আমন্ত্রণ পত্রের নিচে দ্বারকানাথের পিতা রামমণি ঠাকুরের নাম থাকতো।

ঠাকুরবাড়ির দশভুজার পুজার্চনা যথাযোগ্য বিধান মেনেই সম্পন্ন হতো। প্রায় ১৮ জন পুরোহিত নিযুক্ত হতেন এই কাজে। একান্ন পদের ভোগে থাকতো অন্নভোগ এবং শহরের নামী দামী মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের হাতে তৈরি রকমারি মিষ্টির থালা। এ ছাড়াও থাকতো বিভিন্ন প্রকার ফল এবং ডাবের জল।

পরিবারের মহিলা সদস্যরা লোকসমক্ষে আসতেন না। চিকের আড়াল থেকেই আরতি, হোম যজ্ঞ, কুমড়ো বলি ইত্যাদি যাবতীয় পুজোর কর্মাদি স্বচক্ষে দেখতে পেতেন।

ঠাকুরবাড়ির মতো রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা কেবলমাত্র বিসর্জনের দিনই বাড়ির তেতলায় উঠে বিসর্জন দেখার অনুমতি পেতেন। এ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় মেয়ে সৌদামিনী দেবী লিখেছেন, 'আমাদের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব ছিল ছেলেরা বিজয়ার দিনে নূতন পোশাক পরিয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত — আমরা মেয়েরা সেই দিন তেতালার ছাদে উঠিয়া প্রতিমা বিসর্জন দেখিতাম।'

সেকালে বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো বলতে প্রথমেই আসতো শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়ি, এই শৃঙ্খলায় পরে আসতো অভয় মিত্রের বাড়ির পুজো এবং সবশেষে থাকতো শোভাবাজার রাজবাড়ীর পুজো। সে সময় লোকমুখে প্রচলিত ছিল, 'মা গয়না পরেন দাঁ বাড়িতে, ভোজন করেন অভয় মিত্রের বাড়িতে আর নাচ দেখেন শোভাবাজার রাজবাড়ীতে।' দাঁ বাড়ির প্রতিমার গায়ে অলঙ্কারের এই অহঙ্কারী প্রবাদ দ্বারকানাথ মেনে নিতে পারেন নি। সেবার পুজোর আগেভাগেই তিনি প্যারিস থেকে একেবারে আধুনিক ডিজাইনের গহনার অর্ডার দিয়ে বসলেন। যথাসময়ে সেই সব মূল্যবান অলঙ্কার দিয়ে আপাদমস্তক মাতৃপ্রতিমাকে মুড়ে দেওয়া হল। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, দ্বারকানাথের আদেশে বিসর্জনের দিন অলঙ্কার সমেত প্রতিমা ভাসান করা হল। তারপর থেকে ঠাকুরবাড়ির সেই প্রতিমা বিসর্জন এতটাই লোকপ্রিয় হয়ে উঠলো যে বিসর্জন দেখতে আগেভাগেই শ'য়ে শ'য়ে দর্শনার্থী পৌঁছে যেতে শুরু করল গঙ্গার ঘাটে। স্বালঙ্কারে প্রতিমা জলে পড়তেই মাঝিমাল্লা থেকে স্থানীয় মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়তো জলে।

এতো কিছুর পরেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজোর প্রধান আকর্ষণ ছিল এক জোড়া পাখি, কৈলাসের সঙ্গে যাদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা হয়। বোধনের আগেই উড়িয়ে দেওয়া হতো শঙ্খচিল, যার কাজ ছিল কৈলাস থেকে মা'কে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসা। বিজয়ার দিন ওড়ানো হত নীলকণ্ঠ, যে কৈলাসে মা'য়ের পৌঁছানোর সংবাদ নিশ্চিত করতো।

জেট গতির যুগে শুভেচ্ছা জানানোর গতিও বেড়েছে

শঙ্খ অধিকারী

কথায় বলে, মা জলের মধ্যে বিসর্জিত হলেই বুকের ভিতর টা যেন ছ্যাঁক করে ওঠে। সেদিন থেকেই হালকা হালকা শীত অনুভূত হয় এ বছরের ব্যাপার টা একটু অন্য রকম। মহালয়ার আগে থেকেই বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মানুষেরা ভোরে আর সন্ধ্যায় গলায় মাফলার জড়িয়ে নিয়েছে। শিউলি গাছ গুলোর ও ফুল ফোটানোর পালা শেষ। শীতের জন্যই ফুলের বোঁটা গাছ থেকে আর খাসছেনা। হেমন্তের বার্তা। বড্ড স্পর্শ করা কাল। এই মিষ্টি পাকা ধানের সাথে বিদায়ের সুর মিলেমিশে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। আর বাঙালিরা যে কোনো অনুভূতি কে উদযাপনে পরিণত করতে রীতিমতো ওস্তাদ। তাই আমাদের কাছে কোনো বিদায়ই দুঃখজনক নয়। সবকিছুর মধ্যে আবার ফিরে আসার একটা সান্ত্বনা লুকিয়ে থাকে। মা যেমন আবার পরের বছর ঠিক আসবে, তেমনি একেবারেই চলে যাওয়া তে আমাদের বিশ্বাস নেই, মানুষের চলে যাওয়ার মধ্যেও এক পুনর্জীবনের মহাত্মাকে নিজের করে জড়িয়ে নিয়েছি। হারানোর মধ্যেই গভীর করে পাওয়ার আনন্দে আমরা সবসময় মশগুল। প্রত্যেকের জীবনে একটা দুটো হারানোর ব্যাথা আছে, অপূর্ণতার স্মৃতি আছে, বাতিল হওয়ার ক্লেশ আছে , লুকোনো চোখের জল আছে - সব ব্যাথা, দুঃখ আমরা সযত্নে বুকের ভিতর নিয়ে নিয়ে বহন করি। যতই চাই সব কিছু ভুলে যেতে,ততই আবার নিবিড় করে, নুতন করে দুঃখগুলোক আঁকড়ে ধরি, শেষ সম্বলের মতো করে। আমাদের এই পুজো সংস্কৃতি মধ্যে এই শিক্ষাটা ভীষণ রকম শিক্ষণীয়। দেখুন, মায়ের বিদায়কে দুঃখ থেকে আনন্দের একটা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা শুধু আজকের দিনের নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখতে পাবেন প্রাচীন বাবু সম্প্রদায়ের পুজোগুলোতে এই দশমীর দিনেই যত রকমের উদ্ভট আমোদ, আনন্দ-স্ফুর্তির ব্যবস্থা করা হতো। সেই আমোদ আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আমরা বড়ো বড়ো পূজার হুল্লোড়ের ডিজে হইতে সাবধানে থাকি। জানিনা উন্মাদনা আজ অনেক ক্ষেত্রেই উত্তেজনা বা উশৃঙ্খলাতে পর্যবসিত হলো কিভাবে। বাহুবল, লোকবল , অর্থবলের কাছে নরম মানুষ চিরদিনই একটু কোনঠাসা। সেকারণেই যেকোনো পুজোর ক্ষেত্রে শব্দতাণ্ডব একটা অপরিহার্য জিনিস। সেই সঙ্গে মা দুর্গা আর মা কালী একটু বোমা ফটকার প্রাণান্তকর শব্দ ছাড়া যেন তুষ্ট হন না। পেসমেকার লাগানো রুগীও সে না হয় একটু বুকে হাত চেপে সয়ে নেবে, তাবু কিছু উচ্চবাচ্য করে নিজের বিপদকে আমন্ত্রণ জানানোর কি দরকার? দশমীর পরে একদিকে শান্তি, একদিকে মায়ের জন্য মন খারাপ। নবমীর নিশি থেকেই ছলছল হয়ে ওঠে আমাদের চোখ। তাবু মনে হয় এই বিষাদ যেন একান্ত নিজের, কাউকে এই আন্দাশ্রুর ভাগ দেওয়া যাবে না, আমার মতো কেউ দুঃখী নয়, আমার মতো কেউ বিষাদগ্রস্ত নয়। বাঙালির আবেগ তো, এ আবেগধারার শক্তি ক'জনার আছে। শান্ত হয়ে যাওয়া প্যান্ডেলের এদিক ওদিক যখন আমরা প্যান্ডেলের ছোট ছোটো পেরেক কুড়োতাম, তখন আমাদের কিশোর মনের মূল্য, সরলতা এসবের উপর অগাধ আস্থা ছিল, ভাবতাম এভাবেই কেটে যাবে সমস্ত দিন। তারপর দেখতাম দশমীর দুঃখ ভুলিয়ে দিয়ে হাজির হতেন কালী। মা কালী। তারপর আরো এক সমুহ বিপদ। ইস্কুল। তিরিশ পাতা হাতের লেখা। এক পাতাই করে ওঠা হয়নি। মা কালী তুমি শক্তি দাও মা , আমি যেন দু দিনেই তিরিশ পাতা হাতের লেখা করে নিতে পারি। মায়ের অশেষ করুনায় সে যাত্রা উতরে যেতাম। দশমীর পর থেকেই বাবার টেবিলে দেখতাম একটার পর একটা পোস্ট অফিসের টিকিট লাগানো চিঠি,বা পোস্ট কার্ড এসে হাজির হত। চিঠিগুলো শুরু হতো, পত্রের প্রথমে জানাই শুভ বিজয়ার ভক্তি পূর্ণ প্রণাম এই বলে। বাবাও লিখতেন। এখনও লেখেন, তবে তুলনায় কম, প্রণাম দেওয়ার লোকজন কমে গেছে তাঁর। যারা বিজয়ার প্রণাম জানায়, তাদের বেশিরভাগ ফোনে বলেন, কোনো ব্যস্ত আদমি আবার ছোট্ট ম্যাসেজ করেই ছেড়ে দেয়- শুভ বিজয়া। এক সেকেন্ডে এক হাজার জনকে তারা শুভেচ্ছা জানাতে পারে। শুভেচ্ছার গতিবেগ অনেক বেড়ে গেছে। তবে এইটুকু লেখা তাতে কি সব কথা ধরে? চিঠির যুগে শুভেচ্ছার বা প্রণামের সঙ্গে থাকতো আরো কত জিজ্ঞাসা, ছোড়দার চাকরির লেটার আসিয়াছে কিনা, জেঠিমার উদারাময় নিরাময় হইলো কি না, গাভীটির বকনা হইয়াছে নাকি এঁড়ে? এসবের খোঁজ এখন আর কে রাখে! বৃদ্ধ পিতা-মাতা বন্দি ফ্ল্যাটে মরে পড়ে থাকলেও ক্যালিফোর্নিয়া নিবাসী প্রতিষ্ঠিত সন্তানেরা খবর পায় না। চেনা পৃথিবী মাঝে মাঝে বড্ড অচেনা হয়ে যায়। সেদিনের সেই ফাঁকা গাড়ের মাঠ, লবন হ্রদ , ধর্মতলা আজ আর কোনো উত্তর দিতে পারে না। এখন সব কুয়াশা সব কুয়াশা। দশমীর পরেই কেন এসব ছাই মনে পরে পরে কে জানে। আসলে সবই হেমন্তের মহিমা। যাই হোক শুভ ভাবনায় থাকুন। শুভ বিজয়া।

অমল আলো যেন উজ্জ্বল থাকে

শুভজিৎ বসাক

আচ্ছা, কার্টুনের কাজ কী? এর উত্তরে সহজেই যেটা মাথায় আসে তা হল - 'হাসানো... ইট'স সিম্পল।' আর এর উত্তরে যদি বলা হয়, কার্টুনের কাজ আসলে ভাবানো, তা হলে? কিছু ছবির মাধ্যমে বাস্তবকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তা থেকেই বুঝে নিতে হয় অন্তর্নিহিত কথাটা — আর সেই কাজটাই সারাজীবন সফল ভাবে করে গিয়েছেন অমল চক্রবর্তী। একটি বিশাল প্রবন্ধও যে দাগ মানুষের মনে কাটতে পারত না, তা অমল চক্রবর্তীর কয়েকটা পেনসিলের আঁকিবুঁকি পারত। একটি ছোট্ট আয়তক্ষেত্র বাক্সের মধ্যে কয়েকটি রেখার সংযোগে তৈরি একটি কার্টুন অনেক বৃহত্তর ভাবনার খোরাক দিত। অমল চক্রবর্তীর পেনসিলের দাগে সেই ধার ছিল। যার ধারে কাবু হত অনেক রাজনৈতিক দল থেকে ব্যক্তিত্ব, সমাজের অনেক অন্ধকার দিক। মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনের যন্ত্রণাও অমলবাবু বারবার তুলে ধরেছেন তাঁর সৃষ্টি 'অমল আলোয়'। সেই ক্ষুরধার মস্তিষ্কধারী মানুষটি প্রায় নীরবেই সকলের আড়ালেই চলে গেলেন ইহলোক ত্যাগ করে। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর-এ তাঁর কার্টুন নিয়মিত প্রকাশ হত। এছাড়াও নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে। নীলকণ্ঠ ডট ইন ওয়েবসাইটেও তাঁর কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল। অমল চক্রবর্তী এমন এক কিংবদন্তি যিনি হয়তো বাংলায় তাঁর সৃষ্টির জন্য যোগ্য সম্মানটুকু পাননি। পাননি তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য কোনও বড় পুরস্কার।

অমল চক্রবর্তীর কার্টুন বেরিয়েছে খবরের কাগজে প্রথম পাতায়, সম্পাদকীয় পাতায়, ভিতরের পাতায়। খবরের কাগজে ছোট পরিসরে কার্টুনের নাম ছিল 'পকেট কার্টুন'। অমল চক্রবর্তী 'পকেট কার্টুন' এঁকেছেন প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে। আরও অনেক কার্টুন চিত্রকরের মতো অমল চক্রবর্তীর একটি কার্টুন চরিত্র ছিল। একজন সাধারণ ভারতবাসী। খাটো ধুতি, হাফ-হাতা ছোট জামা, মাথায় পাগড়ি। তার মাধ্যমে শিল্পী নিজের কথা বা সমালোচনা এঁকে দিয়েছেন। নিজেই বলতেন যে পলিটিক্যাল কার্টুনের ঘরানাটা তাঁকে ভীষণ আকৃষ্ট করতো। তাঁর প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে কার্টুনের মাধ্যমেই। অমল চক্রবর্তীর কার্টুন সমালোচনা থেকে কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতাবান রেহাই পাননি। তাঁর এই ভাবনাই নিয়ে এসেছে কার্টুনের সাফল্য। এসব নিয়েই তো অমল চক্রবর্তীর এত দিন আমাদের কাছে থাকা। চোখে কম দেখলেও পুরু চশমার কাঁচের সামনে একটা বাড়তি লেন্স, আরও বাড়তি লেন্স লাগিয়ে রোজ কার্টুন এঁকেছেন খবরের কাগজের জন্য, ক্ষমতাসীনদের সমালোচনার জন্য, আমাদের প্রতিবাদী হয়ে ওঠার জন্য। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি কার্টুন চিত্রকর, আজীবন একজন প্রকৃত কার্টুন শিল্পী।

ক্ষুরধার বুদ্ধির ছাপ রেখে কয়েকটা আঁকিবুঁকি যে মানুষকে কতটা ভাবাতে পারে তা এ দেশের গুটিকয়েক কার্টুনিস্ট দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের একজন অবশ্যই অমল চক্রবর্তী। বাংলার সংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা প্রথিতযশা এবং কিংবদন্তি তাঁদের একজন অবশ্যই এই মানুষটি। যাঁর সৃষ্টি মানুষকে ভাবতে বাধ্য করত। অন্য আঙ্গিকে রাজনীতি থেকে সমাজকে দেখতে শেখাত। অমল চক্রবর্তী চলে গিয়ে বাংলা কার্টুনকে আরও অসহায় করে দিয়ে গেলেন। বাংলা কার্টুনের অপূরণীয় ক্ষতি হল সাথে পরবর্তী প্রজন্মকে ক্ষুরধার দায়িত্ব সামলানোর ভার সঁপে দিয়ে গেলেন এবং সেই ঘরানা বজায় রেখে বাংলার কার্টুন শিল্প তাঁর মতো কতটা ভাবিয়ে তুলতে সক্ষম হবে সেটা সময়ই জানিয়ে দেবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুজোর ৫ দিন সুরাপ্রেমীদের ছক্কা, ৫ দিনে মদ বিক্রি ৩১ কোটি ৮ লক্ষ টাকার

মদন মাইতি

পূর্ব মেদিনীপুর: পুজোয় উল্লাসে কোনও 'রুল' নেই। একটাই নিয়ম অনাবিল আনন্দ আর মজা। পুজোর দিনগুলি জমিয়ে 'ব্যাটিং' করল সুরাপ্রেমীরা। ষষ্ঠী থেকে দশমী শুধুমাত্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেই মদ বিক্রি হয়েছে ৩১ কোটি ৮ লক্ষ টাকার।

তারওপর পর্যটনের জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। পুজোর সময় দিঘাতে ছিল মারকাটারি ভিড়। ছুটি উপভোগ করতে সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমিয়েছিলেন 'আমুদে বাঙালি'। দিঘা ছাড়াও রয়েছে শঙ্করপুর মান্দারমনির মতো পর্যটন কেন্দ্র। দশমীর দিন অনেকেই শেষবেলাটুকু সৈকতে উপভোগ করতে আগ্রহী। স্বাভাবিকভাবেই এই জায়গাগুলিতে মদ ব্যবসার একটা রমরমা ছিল বলে মনে করছেন জেলার আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। শুধুমাত্র একটি জেলাতেই প্রায় ৩১ কোটি টাকার মদ বিক্রি হওয়ায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে আবগারি দপ্তরের ব্যবসা।

সূত্রের খবর, পূর্ব মেদিনীপুরে শুধু ষষ্ঠীতেই মদ বিক্রি হয়েছে পাঁচ কোটি ১১ লক্ষ ৬ হাজার ২৫৭। এর মধ্যে দেশি মদ বিক্রি হয়েছে ৬৮৬৭৪.১৬ লিটার, বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছে ৩০৯১৯.১২ লিটার এবং বিয়ার বিক্রি হয়েছে ৪৪০৭৯.৮৮ লিটার।

সপ্তমীতে পূর্ব মেদিনীপুরে মদ বিক্রি হয়েছে ছয় কোটি ৩৪ লাখ ৭৯ হাজার ৬১০। এদিন দেশি মদ বিক্রি হয়েছে ৭২৭৮৬.০৪ ব্যারল লিটার, বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছে ৩৬৩৭১.৯৯ ব্যারল লিটার।

অষ্টমীতে জেলায় মদ বিক্রি হয়েছে ছয় কোটি ৪২ লাখ ২৮ হাজার ৭৪৪ টাকার। এর মধ্যে মোট দেশি মদ বিক্রি হয়েছে ৬৮৩৯৭.১৬ ব্যারল লিটার, বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছে ৪০৬০৮.৩১ ব্যারল লিটার এবং বিয়ার বিক্রি হয়েছে ৬৫৪৮৯.৯০ ব্যারল লিটার। এদিন মোট দোকান খোলা ছিল ২৭৯টি।

অষ্টমীর থেকে সামান্য কম ব্যবসা হয়েছে নবমীতে। এদিন দেশি মদ বিক্রি হয়েছে ৬৫৯২৪.০০ ব্যারল লিটার, বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছে ৩৯২০২.৯০ ব্যারল লিটার এবং মোট বিয়ার বিক্রি হয়েছে ৫৮৯৯৯.৩০ ব্যারল লিটার। এদিন মোট দোকান খোলা ছিল ২৮১টি।

দশমীতে মদ বিক্রি নবমীকে ছক্কা হাঁকিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে দশমীর মদ বিক্রি। এদিন পূর্ব মেদিনীপুরে মদ বিক্রি হয়েছে ছয় কোটি ৮৪ লাখ ৬ হাজার ৭১। এর মধ্যে দেশি মদ ছিল ৭১৫৫৬.৬৫ ব্যারল লিটার, বিদেশি মদ ছিল ৪৪৪৭০.৫০ ব্যারল লিটার এবং বিয়ার ছিল ৭১৪২১.৯২ ব্যারল লিটার।

রাজ্যজুড়ে পুজোয় মদে ভালোই লাভ হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। শুধুমাত্র পূর্ব মেদিনীপুরেই ষষ্ঠী, সপ্তমী অষ্টমী, নবমী এবং দশমীতে মদ বিক্রি হয়েছে ৩১ কোটি ৮ লাখ টাকার। স্বাভাবিকভাবেই খুশি রাজ্যের আবগারি দপ্তরের কর্তারা। রাজস্ব আদায়ের অন্যতম জায়গা আবগারি দপ্তর। সেই জায়গায় রাজ্যের মাত্র একটি জেলা থেকেই এই বিপুল পরিমাণ মদ বিক্রি হওয়ায় রাজস্বে তার সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কন্টাই ইউথগিল্ড ক্লাবের পুজো মণ্ডপ।

এগরা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাবের প্রতিমা। ছবি: মদন মাইতি

চিকিৎসার গাফিলাতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, বিক্ষোভ বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চিকিৎসার গাফিলাতিতে রোগীর মৃত্যু হয়েছে এই অভিযোগ তুলে হাসপাতালে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন মৃতের পরিজনেরা। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুজো উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার বছর ৬৫ র বাসিন্দা ত্রিলোচন দে বিষ্ণুপুরের এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। সেখানেই তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে দ্রুত বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। অভিযোগ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করেননি। বুধবার সকালে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসককে বারবার অনুরোধ করলেও চিকিৎসক রোগীকে দেখেননি বলে অভিযোগ। দুপুরে রোগীর শ্বাসকষ্ট প্রবল আকার নিলে চিকিৎসক রোগীর কাছে গিয়ে পরপর ইঞ্জেকশন, নেবুলাইজার ও অক্সিজেন চালু করেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্রিলোচন দে মারা যান। এরপরই পরিবারের লোকজন চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ আগে থেকে যথাযথ চিকিৎসা পেলে রোগীকে এভাবে মারা যেতে হত না। অবিলম্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতের পরিজনেরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

বর্ধমানে মা কার্নিভালে রাস্তা পরিদর্শন ও কার্জনগেটে মূল মঞ্চ পরিদর্শনে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ২৬ অক্টোবর বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হবে মা কার্নিভ্যাল। আগামীকাল মা কার্নিভাল দেখতে মুম্বই থেকে বিশেষ দুই অতিথি চিত্র অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রী এবং আশ্রানি আসছেন বর্ধমান শহরে। যতক্ষণ কার্নিভাল চলবে এই বিশেষ অতিথিরা মূল মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন। কার্নিভাল যাতে সুষ্ঠুভাবে যেতে পারে এবং রাস্তার উপরে কোন ওভারহেড ইলেকট্রিক তার কোনও পুজো কমিটির বড় গেট যেগুলি মনে হচ্ছে সরানো দরকার সেগুলো অবিলম্বে আজ রাতের মধ্যে সরানো হবে। তার জন্য সরজমিনে বুধবার বর্ধমান শহরের রাস্তা পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাঝি,বর্ধমান দক্ষিণ মহকুমা শাসক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, জেলা পুলিশের ট্রাফিক ডিএসপি ২ রাকেশ কুমার চৌধুরী, বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। রাস্তাঘাট পরিদর্শনের পাশাপাশি কার্নিভাল সম্পূর্ণ করার জন্য মূল মঞ্চ করা হয়েছে কার্জন গেটের ম্যান্ডেলা পার্কের সামনে। সেই মূল মঞ্চ পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। এই কার্নিভালে এবছরে ২৭ টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করবে। প্রতিটা পুজো কমিটির পাঁচটি করে গাড়ি থাকবে। বিকাল পাঁচটায় কার্নিভাল শুরু হবে বড়নীলপুর মোড় থেকে এবং শেষ হবে বর্ধমান পুরসভার সামনে। দুপুর দুটোর মধ্যে সমস্ত পুজো কমিটিগুলিকে

উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কার্নিভালের জন্য বৃহস্পতিবার দুপুর দুটোর আগে থেকেই পুলিশ লাইন থেকে গোলাপবাগ মোড় পর্যন্ত নো এন্ট্রি করা হবে জি টি রোড। এই বছর কার্নিভালে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। একদিকে যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ কর্মী থাকবে অন্যদিকে পানীয় জল এবং বাথরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টাউন হল, বীরহাটা, পুলিশ লাইন এবং গুরুদুয়ার এই চারটি জায়গায় পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং ৭ জায়গায় সারারাত বাথরুম খুলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মডেল সহ আনুষাঙ্গিক বিষয়ের উচ্চতা ১৮ ফুটের মধ্যে রাখতে হবে। শোভাযাত্রায় ডিজে এবং বাজি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দুর্গা ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে দুর্ঘটনা, মৃত ২ ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নতুন মোটর বাইক কিনে দুর্গা ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই ভাইয়ের। অষ্টমীর গভীর রাতে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাদেবপুর এলাকার রাজ্য সড়কে। উৎসবের মধ্যে বাড়ির দুই ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুইজনের নাম অভিষেক হালদার (২৭) এবং সুজন হালদার (২২)। তাদের বাড়ি হবিবপুর থানার আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ানগাছি এলাকায়। এদিন রাতে ওই দুই যুবক মোটর বাইক করে মালদা শহর থেকে দুর্গা প্রতিমা দেখে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর বাইকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। আর তাতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই দুই ভাইয়ের।

মৃতদের এক আত্মীয় জানিয়েছেন, এবারের পুজোতে দুই ভাই জেদ ধরেছিল মোটর বাইক কিনে দেওয়ার। তাদের নতুন মোটরবাইক কিনে দেওয়া হয়েছিল। এদিন একটি বাইকে দুই ভাই অষ্টমীর রাতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েই দুর্ঘটনায় মারা যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মোটরবাইকটি একদম দুমড়ে মুছড়ে গিয়েছে। দুইজনের মাথায় হেলমেট ছিল না। মোটর বাইকের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে গাড়িটি দ্রুত গতিতে চলছিল। আপাতত বেসরকারি বাসটি থেকে আটক করা হয়েছে। চালকের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয় দশমী থেকেই

বনস্পতি দে

চন্দননগর: আসন্ন উৎসবের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত হচ্ছে হুগলির চন্দননগর। উমা বিদায়ের বিষাদের সুর যখন বাংলায়, তখনই চন্দননগরবাসী আনন্দে মেতে উঠছেন জগদ্ধাত্রী পুজোয় প্রস্তুতিতে।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বিশ্ব বিখ্যাত। সেই পুজোর আগমনী বার্তা শুরু হয়ে গেল উমা বিদায়ের দিনেই। দশমীর দিন মা দুর্গার বিদায়ে সকলেরই মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, ঠিক তখনই আবার আনন্দে মেতে ওঠেন চন্দননগরের মানুষ। জগদ্ধাত্রী পুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয় দশমী থেকেই। শুধু চন্দননগরবাসী নয়, এই পুজোয় মেতে উঠবে সমগ্র হুগলি জেলা থেকে গোটা বাংলার মানুষ। রীতি অনুযায়ী দশমীর দিনই চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর কাঠামো পুজোর আয়োজন করা হয়। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর বেশিরভাগ পুজোর কাঠামো পুজো হয় দুর্গা পুজোর দশমীর দিন।

ঐতিহাসিক এই শহরে জগদ্ধাত্রী পুজো নিতান্তই পুজো বা উৎসব নয়। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে শহরের প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আবেগ ও ভালোবাসা। দশমীর দিন ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি তেঁতুলতলার ২৩১তম বর্ষের পুজোয় নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে হল কাঠামো পুজো। কাঠামো পুজোর পর থেকেই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী মায়ের মূর্তি গড়ার কাজ শুরু হয়। কাঠামো পুজোর দিন তেঁতুলতলায় প্রচুর ভক্ত অঞ্জলি দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

তেঁতুলতলা বারোয়ারী পুজো কমিটির তরফে শ্রীকান্ত মণ্ডল বলেন,

'প্রত্যেক বছরই রীতি অনুযায়ী দুর্গাপুজোর দশমীর দিন জগদ্ধাত্রী পুজোর কাঠামো পুজো হয়। দশমী থেকে শুরু হবে মায়ের মূর্তি গড়ার কাজ। সাধারণ মানুষ থেকে সকলেই জানেন নবমীর দিন এক দিনে পুজো হয়। সেদিনই ভোগ বিতরণ করা হবে।'

অন্যদিকে উত্তরাঞ্চল বিবিরহাট জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির পুজো এবার ৫৭ বছরে পদার্পণ করল। এখানে এক দিকে যখন উমাকে বরণ করা হয়, অন্যদিকে হৈমন্তিককে আহ্বানের জন্য হয় কাঠামো পুজো। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবার তাদের পুজো মণ্ডপে থাকবে বিশেষ চমক। মণ্ডপের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির সভাপতি সূর্যকান্ত দাস।

তারকেশ্বরে পাগলা কুকুরের আক্রমণে আক্রান্ত ৪০

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: মানুষ দেখলেই দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাগল কুকুর। যাকে সামনে পাচ্ছে, তার শরীরেই বসাচ্ছে নখ, দাঁত। সামলাতে গেলে তেজ বাড়ছে আরও। রাস্তার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দাপিয়ে বেড়ানো সেই কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হলেন একের পর এক বাসিন্দা। দশমীর দিন বিকেল পর্যন্ত ওই কুকুরের কামড়ে মোট ৪০ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রত্যেকেই ছুটে যান হাসপাতালে। এত রোগী সামাল দিতে দশমীর ছুটি বাতিল করে হাসপাতালে ছুটে যেতে হয় চিকিৎসককে। হুগলির তারকেশ্বরের ঘটনা।

পাগলা কুকুরের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি এলাকার শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ কেউই। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে তারকেশ্বরের বালিগড়ি এক ও দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামে। ৪০ জনেরও বেশি মানুষ তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ছুটি থাকা সত্ত্বে একাধিক চিকিৎসককে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আক্রান্তরা মূলত মাদপুর, মনোহর পুর, কলাপুকুর, মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দা।

৩০ ফুটের প্রতিমা প্যান্ডেলেই নিরঞ্জন হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুরের দলমাদল সর্বজনীন দুর্গা উৎসব পুজো কমিটি এবারে প্রতিমায়ের ওপর বিশেষ আকর্ষণ রেখেছিল নাম দেওয়া হয়েছিল 'দুর্গা এলেন বঙ্গে ডোকরার বিভঙ্গে'। বাঁকুড়ার প্রাচীন শিল্প ডোকরার আদলে তৈরি করা হয়েছিল ৩০ ফুটের মায়ের মৃন্ময় মূর্তি, এত বিশালাকার মূর্তি কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই বিষ্ণুপুর দমকলের একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে এই দুর্গা মায়ের নিরঞ্জন করা হল প্যান্ডেলের মধ্যেই।

কল্যাণীতে এসে দুর্গা প্রতিমা ও মণ্ডপ দর্শন করে গেলেন শয়ে শয়ে বিদেশি দর্শনার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কল্যাণী: প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক লোক এই বছর দুর্গা পূজার সময় গেদে সীমান্ত দিয়ে বাংলার নদিয়া জেলায় প্রবেশ করেছে কল্যাণীর ভিড়-টানার প্যান্ডেলগুলি দেখার জন্য, একটি অস্বাভাবিক প্রবণতায়, যা সম্ভবত সোশ্যাল মিডিয়াকে দায়ী করা যেতে পারে। কিছু 'থিম-ভিত্তিক' কল্যাণী প্যান্ডেলের উদ্বোধন হওয়ার পর থেকে দর্শনা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, জীবননগর, চুয়াডাঙা এবং যশোরের মতো স্থান থেকে বাংলাদেশি নাগরিকরা তাদের পরিদর্শনে আসছেন। কল্যাণী প্যান্ডেলগুলির অনেকগুলি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে জনপ্রিয় হওয়ার পরে এটি ঘটেছে, দর্শকরা জানিয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশি দর্শনার্থীরা দিনভর প্যান্ডেল-হপিং করে সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফিরছেন। কেউ কেউ পুরো উৎসবের সময় ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের প্যান্ডেল-হপিং যাত্রাপথের অংশ হিসেবে কলকাতা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাংলাদেশি দর্শনার্থীরা কল্যাণীতে পৌঁছনোর জন্য শিয়ালদাগামী লোকাল ট্রেন ধরতে

বাংলাদেশের দর্শনা হয়ে গেদে চেকপোস্টে খুব ভোরে আসছেন। বাংলাদেশের মাগুরার বাসিন্দা বিকাশ কুণ্ডু, যিনি ১৭ অক্টোবর গেদে এসেছিলেন, বলেছেন 'কল্যাণীর কিছু পূজা প্যান্ডেল সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এবং শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী নজরে পড়েছে।' সোশ্যাল মিডিয়া একটি গেম-চেঞ্জার হয়েছে এবং বাংলাদেশে আমাদের মতো অনেক লোকের মধ্যে দুর্গা পূজা প্যান্ডেলগুলিকে ঘিরে একটি সম্পূর্ণ নতুন স্তরের মুগ্ধতা তৈরি করেছে। ভারতের সঙ্গে সহজ রেল যোগাযোগ আমাদের দুই দেশের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে দিয়েছে। আমি কল্যাণী এবং কলকাতা উভয়ের দুর্গা পূজা প্যান্ডেল দেখার জন্য এক সপ্তাহব্যাপী পরিকল্পনা করেছি। লুমিনাস ক্লাবের গ্র্যান্ড লিসবোয়া (ম্যাকাও) মডেল, এ৯ ব্লক স্কয়ার পার্কের চারধামের প্রতিরূপ এবং রথতলা পূজা কমিটির বৃন্দাবন চন্দ্রোদয় মন্দিরের প্রতিরূপের মতো প্যান্ডেলগুলি কল্যাণীতে প্রচুর ভিড় টানছে। পূজা কমিটিগুলি প্রায় ছয় মাস আগে কাজ শুরু করেছিল এবং তাদের ছবি এবং ভিডিওগুলি কয়েক সপ্তাহ ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'বিশাল ভিউ' পাচ্ছে। গেদে কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের সূত্র জানায় যে সাধারণত চিকিৎসা ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রতিদিন প্রায় ২০০০ বাংলাদেশি কলকাতায় বেড়াতে নদিয়া জেলায় প্রবেশ করে। অন্যান্য বছরগুলিতে, পুজোর সময় এই সংখ্যা একই ছিল। কিন্তু বিগত বছরগুলোর বিপরীতে, সেই সংখ্যা গত সপ্তাহে দৈনিক প্রায় ৩০০০-এ বেড়েছে। কারেন্সি এক্সচেঞ্জার এবং ব্যবসায়ীদের সংগঠন গেদে ল্যান্ড পোর্ট সোসাইটির সেক্রেটারি দীনবন্ধু মহলদার বলেছেন গত সাত দিন ধরে, বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ নদিয়ায় আসছেন। 'তবে, টাকা বিনিময় করার সময়, তারা আমাদের কাছে কল্যাণী এবং এর সেরা পূজা প্যান্ডেলগুলির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে.... এটি একটি নতুন প্রবণতা এবং অবশ্যই আমার জন্য প্রথম।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864

রেজিঃ অফিস : ১১জি, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	পারমিন্দার মাথারু	০০০১৯০০	৩৬২	৭৪৬২৫১-৭৪৮০০০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২৫ অক্টোবর, ২০২৩

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864

রেজিঃ অফিস : ১১জি, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	মুখবিন্দর মাথারু	০০০১৯০৪	৩৬৬	৭৫৩২৫১-৭৫৫০০০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২৫ অক্টোবর, ২০২৩

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MANIKARAN VINCOM PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	MANIKARAN VINCOM PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	28th January, 2008
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, West Bengal
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U51109WB2008PTC122141
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	9/A/1B, Chetla Road, Kolkata-700027, West Bengal
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	20th October, 2023
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	180 days from date of Commencement of resolution process, which is 16th April, 2024
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name: Anal Basu Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: 27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata-700012, West Bengal **E-Mail ID: basu_anal@rediffmail.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: 27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata-700012, West Bengal **E-Mail ID: manikara.vincom@gmail.com**
11.	Last date for submission of claims	03rd November, 2023 (14 days from date of Order)
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NIL
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Weblink:http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: As mentioned against item No. 10

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of corporate insolvency resolution process of the **Manikaran Vincom Private Limited** on **20th October, 2023.**
NOTE: This Announcement could not be published on newspaper on 23.10.2023 due to closure of publication of newspapers in Kolkata for Durga Puja Festival. It is being published on the very first day of the resumption of newspaper publication.
The creditors of **Manikaran Vincom Private Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **03rd November, 2023** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class [specify class] in Form CA.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Anal Basu
Interim Resolution Professional
IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742

Date : 23.10.2023
Place : Kolkata

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধান নগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২
ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩, ইমেল - bardhaman.assetrecovery@bankofindia.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের মূল এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ ইস্যু এবং প্রেরিত হয়েছিল কিন্তু নোটিশগুলি অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি মারফত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত/সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ / এনপিএ-র তারিখ	১. অনুমোদিত সীমা ২. বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী কৌশিক বসাক** (সমীরণ বসাকের আইনি উত্তরাধিকারী) **পিতা প্রয়াত সমীরণ বসাক** **শ্রীমতি সুমিত্রা বসাক** (সমীরণ বসাকের আইনি উত্তরাধিকারী) **স্বামী প্রয়াত সমীরণ বসাক** **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : ধাত্রীগ্রাম বমুনপাড়া, পো- ধাত্রীগ্রাম, থানা- কালনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৪০৫ মেয়াদি ঋণ এ/সি নং : **৪২০২৬২৬১০০০০০৮** শাখার নাম : **ধাত্রীগ্রাম শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : ধাত্রীগ্রাম, জেএল নং ৮৭, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩/২৩, এলআর প্লট নং ১৭৩২, শ্রেণি-বাস্তু, জমির এরিয়া : ৫.০ ডেসিমেল/ ২১৮১.৮ বর্গফুট /৩.০৩ কাঠা, একতলা এরিয়া -৯৪৬.৩৬ বর্গফুট, ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, ধাত্রীগ্রাম (সাজার মাতলা) পো- ধাত্রীগ্রাম, থানা- কালনা, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৫।	০৬.১০.২০২৩ / ১১.০৯.২০২৩	**১. টার্ম লোন : ৯,৯০,০০০.০০ টাকা** **২. ৭,৯২,১৮৮.০৫ টাকা** (সাত লাখ বিরানব্বই হাজার একশো অষ্টআশি টাকা এবং পাঁচ পয়সা) টাকা (সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) পরবর্তী সুদ বার্ষিক ১০.৬৫ শতাংশ হারে মাস অন্তর কম্পাউন্ড এবং অন্যান্য শুল্ক, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
২.	**শ্রী মহ. রহমাতুল্লা** স্বত্বা- মেসার্স জ্যোতি নার্সিং হোম কলেজ মোড়, পো এবং থানা- নলহাটি, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২২০ **(ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা)** **শ্রী মহ. নূর আলম** পিতা- শ্রী মহ. রহমাতুল্লা, কলেজ মোড়, পো এবং থানা -নলহাটি, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২২০ **(জামিনদাতা)** শাখার নাম : **সিউড়ি শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত নার্সিংহোম জমি এবং নির্মাণ, ভবন, মহ. রহমাতুল্লার নামে, অবস্থিত- এলআর প্লট নং- ৫০১, এলআর খতিয়ান নং- ১০৪৩, জেএল-৫৪, মৌজা- পশ্চিম গোপালপুর, থানা- নলহাটি,জেলা- বীরভূম, নলহাটি পুরসভা অধীন, সম্পত্তির পরিমাণ ১৩ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মালিকের খালি জমি, দক্ষিণে : মালিকের নার্সিং হোম, পূর্বে : খালি জমি, পশ্চিমে : বাইপাস রোড সংযুক্ত নার্সিং হোমের সঙ্গে সমন্বিত।	০৬.০৯.২০২৩ / ২৮.০৮.২০২৩	**১. ক্যাশ ক্রেডিট : ৩০,০০,০০০.০০ টাকা** **টার্ম লোন : ১,১৪,০০,০০০.০০ টাকা** **ওভারড্রাফট : ৬৭,০০,০০০.০০ টাকা** **২. ১,৬২,৮১,০০০.০০ টাকা** (এক কোটি বাষট্টি লাখ একাশি হাজার টাকা) টাকা (সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) পরবর্তী সুদ বার্ষিক ১১.২৫ শতাংশ হারে মাস অন্তর কম্পাউন্ড এবং অন্যান্য শুল্ক, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

নোটিশ প্রেরণের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণকে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ৬০ দিন অতিক্রান্তে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারারা উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে।

তারিখ: ২৬.১০.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
স্নেহতাঙ্গো ফুড প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	স্নেহতাঙ্গো ফুড প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৩.০১.২০২০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U15400WB2020PTC236073
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	ক্লাইভ স্কোয়ার, ৫ম তল, ফ্ল্যাট - ৪১০, ৩৪, ইন্দ্র কুমার কারনানি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২০.১০.২০২৩
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৬.০৪.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম : বৈভব খান্ডেলওয়াল রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P-02157/2020-2021/13348
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** টেম্পল চেম্বারস, ৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৪র্থ তল, রুম নং ৮০, ক্যালকাটা হাইকোর্টের বিপরীতে, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল আইডি : **vaaibhavkkhandelwal@gmail.com**
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** টেম্পল চেম্বারস, ৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৪র্থ তল, রুম নং ৮০, ক্যালকাটা হাইকোর্টের বিপরীতে, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল আইডি : **cirp.snehtango@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০২.১১.২০২৩
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	ক) Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - ১০ নং পয়েন্টে উল্লিখিত খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **স্নেহতাঙ্গো ফুড প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার তারিখ ২০.১০.২০২৩।
স্নেহতাঙ্গো ফুড প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **০২.১১.২০২৩** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হবে।

বৈভব খান্ডেলওয়াল
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P-02157/2020-2021/13348
এফএ বৈধ : ১৬.০২.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ২৬.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অসামাজিক কাজের অভিযোগ হরিশ্চন্দ্রপুরে, পুলিশের ভূমিকা ঘিরে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্গাপুজোর মধ্যে নবমী ও দশমীতে রাতভর মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে উত্তেজক পোশাক পড়ে নর্তকীদের দাপট, উড়ল টাকা, চলল মদ-জুয়ার আসর। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই ছবি ভাইরাল হতেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পাশাপাশি জেলা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও শাসক-বিরোধী চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

বলাবাহুল্য, এই হরিশ্চন্দ্রপুরে পুজোর মুখেই এক মহিলার দেহ উদ্ধারকে ঘিরেও তৈরি হয়েছিল চাঞ্চল্য। অভিযোগ উঠেছিল গণধর্ষণের। আর সেই এলাকাতেই এই ধরনের চটুল নাচ এবং প্রকাশ্যেই মদ-জুয়ার আসরের ভিডিও ভাইরাল হতেই পুলিশের ভূমিকাতে সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যেও চরম ক্ষোভ দানা

বাঁধতে শুরু করেছে। এই ধরনের বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধে কেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে সে ব্যাপারেও বিভিন্ন মহলেও সমালোচনা শুরু হয়েছে। যদিও এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এবং চাঁচল মহকুমা পুলিশ কোনওরকম মন্তব্য করেনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটোল গ্রামে মহানবমী এবং দশমীর রাতভর চটুল নাচের আসর চলে বলে অভিযোগ। মঞ্চে স্বল্পবসনা নর্তকী। সঙ্গে চলছে জুয়ার ঠেক। রাতভর উড়ল মদের ফোয়ার। আর এমনই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই ধরনের আসরে পার্শ্ববর্তী বিহার থেকে সমাজ বিরোধীদের আনাগোনা বাড়ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

উল্লেখ্য, এক সপ্তাহ আগে কুশিদার চোচপাড়া বাঁধ এলাকা রোডে সকালে অ্যাসিড দগ্ধ ক্ষত-বিক্ষত এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। যে ঘটনায় শিউরে উঠেছিল সারা বাংলা। এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। তার রেশ কাটতে না কাটতেই রাতভর এই ধরনের বেআইনি কাজকর্ম নিয়েও এখন বিভিন্ন মহল ক্ষিপ্ত। তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নজরুল শেখ ইসলামের দাবি, পুলিশ অনুমতি না দিলে তো এই আসর হত না। নিশ্চয়ই এই ধরনের কাজকর্মের পিছনে স্থানীয় পুলিশের একাংশের মদত রয়েছে। আমরা পুলিশ সুপারের সঙ্গে পুরো বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানাব। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিজেপি নেতা কিষান কেডিয়ার অভিযোগ, আরেকটা তো খুন বা ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যেতে পারত। সব সমাজ বিরোধীরা ছিল। নাচ হয়েছে, টাকা উড়েছে। পুলিশ কি করছে?

১৬ ফুট উঁচু লোহার ব্যারিকেড, সমস্যার মুখে পুজো কার্নিভালে অংশগ্রহণকারী বহু ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: রায়গঞ্জ রেল স্টেশনের ইলেক্ট্রিফিকেশনের 'জেরে' শুক্রবার শহরে অনুষ্ঠিত পূজা কার্নিভাল। দর্শনে কার্যত বঞ্চিত অর্ধেক শহরবাসী। শহরের মাঝ বরাবর চলে যাওয়া রেল লাইন সম্প্রতি বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। এর ফলে লেভেল ক্রসিংয়ের দুই পাশে নির্দিষ্ট উচ্চতায় লোহার ব্যারিকেড লাগানো হয়েছে রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। এই ব্যবস্থার ফলে কার্নিভালে অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ ক্লাবই তাদের প্রতিমা ও শোভাযাত্রা নিয়ে লেভেল ক্রসিং পার হতে পারবে না। এই ঘটনা জানাজানি হতেই শহরের অর্ধেক অংশের বাসিন্দারা হতাশ ও ক্ষুব্ধ। কয়েকটি ক্লাব কলকাতা ও শিলিগুড়ি থেকে কম উচ্চতার ট্রলি আনার চেষ্টা করছে বলে জানা গিয়েছে। এই সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত ভিন্নভাবে একেক বছর লেভেল ক্রসিংয়ের একেকদিকে এই কার্নিভালের আয়োজন করার দাবিও বাসিন্দারা তুলেছে।

রায়গঞ্জ শহরের বুক চিরে চলে যাওয়া মহত্মা গান্ধি রোড শহরের যাতায়াতের একমাত্র লাইফলাইন। শিলিগুড়ি মোড় থেকে কসবা মোড় পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়েই সমস্ত যানবাহন চলাচল করে। শহরের ঠিক মাঝ বরাবর পূর্ব - পশ্চিমে রেল লাইন রায়গঞ্জ শহরকে কার্যত সমান দুই ভাগ করেছে। বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের পাশেই শহরের মধ্যে একটি লেভেল ক্রসিং রয়েছে। পাশেই রায়গঞ্জ রেলস্টেশন। মাস তিনেক আগে এই লাইনের বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। নিরাপত্তার জন্য দূর্ঘটনা এড়াতে লেভেল ক্রসিংয়ের দুইপাশে ১৬ ফুট উচ্চতায় লোহার ব্যারিকেড লাগায় রেল কর্তৃপক্ষ। এতদিন পর্যন্ত দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সময় ক্লাবগুলি শিলিগুড়ি মোড় থেকে বিদ্রোহী মোড় পর্যন্ত শোভাযাত্রা করে শহরের বন্দর ও খরমুজা ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন করা হত ফলে লেভেল ক্রসিংয়ের এক পাড়ের ক্লাবের শোভাযাত্রা শহরের অপরদিকের বাসিন্দারা দেখতে পেতেন। শহরের গীতাঞ্জলি সিনেমা হলের সামনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঞ্চ তৈরি করা হয়। এবারেও কার্নিভালের আয়োজন একইভাবে শুরু হয়েছে। কিন্তু বাদ সেধেছে লেভেল ক্রসিংয়ের লোহার ব্যারিকেড।

জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের কার্নিভালে ২২ টি ক্লাব অংশগ্রহণ করছে।এর মধ্যে লেভেল ক্রসিংয়ের দক্ষিণ অংশের ৫ টি ও বাকিটা শহরের উত্তরদিকের অংশের। কার্নিভালের আয়োজন শহরের উত্তর অংশে করা হয়েছে। ফলে ওই ক্লাবগুলোর সমস্যা না হলেও অপরদিকের ক্লাবগুলি কার্নিভালে অংশ নিতে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে কিভাবে প্রতিমা নিয়ে যাবে তা নিয়ে চরম সমস্যায় পড়েছে। এই লেভেল ক্রসিংয়ের ওভারহেড ব্যারিকেডের জন্য শহরের উত্তর অংশের ১৭ টি ক্লাব তাদের রুট ছোট করে বিদ্রোহী মোড় না করে শহরের ঘড়িমোড় পর্যন্ত করেছে। ফলে শহরের দক্ষিণ অংশের ১৪ টি ওয়ার্ডের লক্ষাধিক বাসিন্দা এবার কার্নিভাল দেখতে কার্যত পারছে না।

রায়গঞ্জের মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি জানিয়েছেন, লেভেল ক্রসিংয়ের ওই ওভারহেড ব্যারিকেড ১৬ ফুট উঁচু। কার্নিভালে অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ ক্লাবের প্রতিমাই এর থেকে বেশি উচ্চতায় রয়েছে, এই ক্লাবগুলি ঘড়িমোড় থেকে ঘুরিয়ে নেবে। যাদের উচ্চতা কম থাকবে, তারা লেভেল ক্রসিং পার হয়ে অন্যদিকে যাবে।

বসিরহাট থেকে শুরু হল উত্তর ২৪ পরগনার পুজো কার্নিভাল

সুমন তালুকদার

বসিরহাট: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে পদাঙ্ক অনুসরণ করে শুরু হল উত্তর ২৪ পরগনার জেলার পুজো কার্নিভাল। বসিরহাট ও হাসনাবাদের টাকিতে ইছামতি নদীতে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন আগেই ঐতিহ্যের তকমা পেয়েছে। রাজ্য ছাছিয়ে দেশ বিদেশের মানুষ টাকি ও বসিরহাটের ইছামতি নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে ভিড় জমায়। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। তবে এবারের বাড়তি পাওনা পুজো কার্নিভাল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা শারদোৎসব বিদেশের মাটিতে সমাদৃত হয়েছে। সেই ধারাকে বজায় রাখতে কলকাতার পাশাপাশি জেলাগুলিতেও কার্নিভালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত বছর প্রথম উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদরে পুজো কার্নিভাল হয়। সেই অনুষ্ঠান ঘিরে মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। মানুষের ইচ্ছাকে প্রধান্য দিয়ে এবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৪টি জায়গায় দুই দিন ধরে কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার ছিল বসিরহাটের মাটিতে। এদিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার জবি থামাস, বসিরহাট পুরসভার পুরপ্রধান, বসিরহাটের এসডিও সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে পুজো কার্নিভালের উদ্বোধন হয়। এদিন বসিরহাটের ১০টি সেরা পুজোর প্রতিমা কার্নিভালে অংশ নেয়। এবং পরবর্তীতে প্রতিমাগুলি ইছামতি নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। এদিনও নদী বক্ষে নৌকোয় প্রতিমা নিয়ে ভ্রমণের পাশাপাশি বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। বৃহস্পতিবার বারাসাত, বারাকপুর ও পানিহাটিতে কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে বিকেল ৪টায়। এছাড়া অশোকনগরেও পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর উদ্যোগে।

প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নিয়মকানুন ধার্য করল উত্তরপাড়া পুরসভা, রয়েছে প্রশাসনের কঠোর নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে এবার নিরাপত্তার স্বার্থে উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে এবার বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উত্তরপাড়া পুরসভার অধীনে, হিন্দমোটর ও উত্তরপাড়া মিলিয়ে মোট ছটি গঙ্গার ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছুদিন আগে হিন্দমোটরের একটি ঘাটে মহালয়ার দিনে স্নান করতে গিয়ে সাতজন তলিয়ে যায়। পরে ছয়জনের দেহ পাওয়া যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভা ও প্রশাসন এবার কঠোর হয়েছে। গঙ্গার ঘাটগুলিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। এছাড়া ঘাটের আশেপাশে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গার ঘাটে থাকছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের দল, স্বাস্থ্য দপ্তরের দল থাকছে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা আছে। যারা প্রতিমা নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জনে যাচ্ছেন তাদের ঘাটের কাছে ঘেষতে দেওয়া হচ্ছে না, পুরসভার কর্মীরা প্রতিমা নামিয়ে সরাসরি গঙ্গায় বিসর্জনের ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেক কমিটির দু'তিনজনের বেশি লোক থাকবে না। প্রতিমা গঙ্গায় পড়ার পর কিছুক্ষণ পরে কাঠামো তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, পুজোর ফুল আলাদা একটি ড্রামে রাখা হয়েছে গঙ্গায় কোনও জঞ্জাল বা ফুল ফেলা যাবে না। পুরসভার নির্দেশে ঘাটগুলিতে ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়েছে এছাড়া গঙ্গায় লঞ্চের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে, জেসিবি মেশিন লাগিয়ে গঙ্গার জল থেকে কাঠামো তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে। এছাড়া পুজো কমিটিগুলির থেকে বিসর্জনের জন্য কোনও টাকা পয়সা নেওয়া হচ্ছে না পুরসভার পক্ষ থেকে এ কথাগুলি জানালেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। তিনি আরো বললেন এবার নিরাপত্তার স্বার্থে গঙ্গায় জোয়ার ভাটার সময় একটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হয়েছে যেটা সাধারণ মানুষ দেখে নিতে পারেন। উত্তরপাড়ার জিটি রোডে দোলতলার ঘাটে প্রচুর পুলিশ দেওয়া হয়েছে। জানালেন চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তা। নিরাপত্তার স্বার্থে যা যা করণীয় পুলিশ প্রশাসন তাই করছে, একাধিক শোভাযাত্রা সহকারে সন্ধে থেকে অধিক রাত পর্যন্ত চলছে প্রতিমা নিরঞ্জন। সাধারণ মানুষকে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন।

টাকি রোডে কার্নিভালের পরে বসিরহাটের ইছামতি নদীতে ভাসান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাকে স্বীকৃতি দিয়ে ইউনেস্কো দুর্গা পুজোকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি আগামীদিনে তাকিয়ে ইছামতি দুই বাংলার বিসর্জন হেরিটেজ স্বীকৃতির অপেক্ষায়। সেই কথা মাথায় রেখে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বলেছেন এবার বসিরহাট শহরে প্রথম কার্নিভাল শুরু হবে। সেই নির্দেশমতো বসিরহাট মহকুমা শাসক আশিস কুমার, বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর জবি থমাসকে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌতম ব্যানার্জি, আইসি সুরিন্দর সিং, উত্তর ২৪ পরগনা

জেলার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব এর উদ্যোগে বসিরহাট শহরে এই প্রথম পুজো কার্নিভাল শুরু হল। দুপুর ১২ টা নাগাদ বসিরহাট সেরা সেরা ১০টি দুর্গাপুজোর প্রতিমা ক্লাব সদস্যদের শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। শোভায়াত্রায় বাংলা প্রাচীন সাংস্কৃতিক কৃষ্টি তুলে ধরতে ছিল ভাটিয়ালি বাউল পাতা নাচ। দর্শকদের বিচারে থাকা প্রতিমাদেরকে সুসজ্জিত ট্যাবলোয় সাজিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। লোক শিল্পীদের নাচ ও গানের মধ্যে দিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। লোক শিল্পীদের আওতায় মহিলা ডাকিরা ডাক নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন বসিরহাট প্রান্তিক ক্লাব থেকে টাকি রোড হয়ে বসিরহাট থানা, ইছামতি বোটঘাট হয়ে বিদ্যুৎ সংঘ পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মধ্য দিয়ে এই কার্নিভাল শেষ হয়। তারপর ইছামতি নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জন হবে।

নিজে হাতে মিষ্টি খাইয়ে নতুন বস্ত্র দিয়ে ৮০০ অসহায় বৃদ্ধাদের বিজয়া জানালেন বিধায়ক নন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দুর্গাপুজোর বিজয় দশমীর পর একাদশীতে বছরে একটা দিন নিঃসন্তান বিধবা ও যাদের সন্তান থেকেও সন্তানের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত তাদের

নিয়েই বিজয়ায় মেতে ওঠেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা ওরফে নন্দ। চাকরি জীবন থেকেই সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে নবদ্বীপ ভজন আশ্রমে শুরু করেছিলেন বিধবা মহিলাদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী। তিনি নবদ্বীপের পাঁচবারের বিধায়ক। আজও শাড়ি, গামছা নগদ ১০০ টাকা সহ বিভিন্ন রকমারি মিষ্টি এবং ঠান্ডা পানীয় দিয়ে তাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে বছরে একটি দিনের জন্য বিধবা মহিলাদের সন্তানের অভাব পূরণ করেন। বুধবার নবদ্বীপ ভজন অশ্রমে এভাবেই প্রায় ৮০০ বিধবা এবং নিঃসন্তান মহিলাদের নিয়ে বিজয়া সারলেন নবদ্বীপের বিধায়ক নন্দ। এদিন বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জলেশ্বর তেওয়ারি ছাড়াও পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলাররা। বছরে একটি দিন নন্দর কাছ থেকে মিষ্টি নতুন বস্ত্র এবং অর্থ পেয়ে অত্যন্ত খুশি নবদ্বীপের দূর-দূরান্ত থেকে আসা সমস্ত বৃদ্ধারা। বছরে একটি দিন পুত্রসম নন্দর এমন ভালোবাসা পেয়ে তারাও আপ্লুত।

গোঘাটে বিজয়রথ ঘিরে উন্মাদনা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: হুগলি জেলার গোঘাটে অকাল রথের দড়িতে টান পড়ল মঙ্গলবার। এদিন সকাল থেকেই লোক সমাগম ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো।

গোঘাটে রাবণ কাটা রথের মেলায় বিক্রি হতে দেখা গেল বাঁশের কাঠির ঝুড়ি থেকে শুরু করে পেতে ও কুলো। পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার বিক্রেতারা বাঁশের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করে এই রথে আসেন বিক্রি করতে। ক্রেতারও বিভিন্ন এলাকা থেকে আসেন এই রথের মেলায় বাঁশের জিনিসপত্র কিনতে। ওই এলাকার মহিলারাও কেনা কাটা করতে আসেন। দশমীর দিন দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনে ব্যস্ত থাকে বাঙালি। চলে মিষ্টিমুখ, সিঁদুর খেলা। সে সময় গোঘাটে রথের রশিতে টান পড়ে। এটি জগন্নাথের রথ নয়। বিজয় রথ। কথিত আছে, এখানকার ধর্মঠাকুরের নির্দেশে প্রায় ৭০০ বছর ধরে এই উৎসব হয়ে চলেছে। কেবল মাত্র গোঘাট নয়, বাঁকুড়া -মেদিনীপুর-বর্ধমান থেকে বহু মানুষ রথের রশিতে টান দিতে আসেন তাঁদের মনস্কামনা পূরণের জন্য। রথ উপলক্ষে যে মেলা বসে, সেখানে হাজার হাজার মানুষ সামিল হয়। রথ ঘিরে এই মেলা চলে সাতদিন ধরে। ঠিক এক সপ্তাহ পর ফের ওই রথকে টেনে আনা হয়, যা উল্টোরথ বলেই পরিচিত। নামে মিল থাকলেও আষাঢ়ের রথের সঙ্গে এই উৎসবের কোনও মিল নেই। জানা গিয়েছে, গোঘাটের রায় পরিবারের হাত ধরেই এই রথের সূচনা হয়। কবে ও কী ভাবে শুরু বিজয়া দশমীর রথযাত্রা? এই বিষয়ে পুরোহিত ঠাকুর জানান, রায় পরিবারের পূর্বপুরুষেরা বেশির

ভাগই কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এক সাধু ওই রায় পরিবারের এক পূর্বপুরুষকে বলেন, কচ্ছপের তেল মাখলে কুষ্ঠ রোগ সেরে যাবে। সেই রাতেই স্বরূপনারায়ণ জিউ না কি স্বপ্ন দিয়ে বলেন, এই পুকুরে তিনিই কচ্ছপরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে পুজো করতে হবে। তা হলে রায় বংশে আর কেউই কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হবে না। স্বরূপনারায়ণ জিউ স্বয়ং রাম ছিলেন। আর বিজয়া দশমীর দিন রাম রাবণকে বধ করে ছিলেন। রাবণকে বধ করে রথে করেই তিনি এসেছিলেন। স্বরূপনারায়ণ দশমীর দিন এই স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন বলে সে দিনই রথ টানা হয়। এর নাম হয় বিজয় রথ। জনতার মুখে বিজয় রথ আদতে রাবণ কাটা রথ। সবমিলিয়ে গোঘাটের এই রথে পুন্যার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

রাজ্যপালের ঘোষিত দুর্গারত্ন প্রত্যাখ্যান কল্যাণী লুমিনাস ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্যপালের ঘোষিত দুর্গারত্ন প্রত্যাখ্যান করতে চলেছে কল্যাণী আইটিআই পার্ক লুমিনাস ক্লাব। কারণ একটাই রাজ্যের বকেয়া ১০০ দিনের টাকা রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে গরিব মানুষের কাছে বণ্টন করলেই সেটাই বড় পুরস্কার পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে। রাজ্যপালের কাছে এই দাবি নিয়ে রেখে রাজ্য পালের ঘোষিত দুর্গাররত্ন বয়কটের পথে নদিয়ার সর্ববৃহৎ পুজো উদ্যোক্তারা। প্রসঙ্গত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কল্যাণী আইটিআই পার্ক লুমিনাস ক্লাবের পুজো প্যান্ডেলে এসে সরোজমিনে ঘুরে ঘুরে দেখেন তাদের প্যান্ডেলের প্রশংসাও করেন তিনি। এরপরেই রাজ্যের মোট পাঁচটি পুজোকে দুর্গারত্ন পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন রাজভবন থেকে। রাজভবনের ঘোষণার পর কল্যাণী পুজো উদ্যোক্তারা এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি নয় কেননা কল্যাণী লুমিনাস ক্লাবের দুর্গোৎসবকে ঘিরে হাজার হাজার গরিব মানুষ দোকান দিয়ে পুজোর কটা দিন জীবিকা নির্বাহ করে। তাই গরিব মানুষের ১০০ দিনের টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে ফেরত আনুক রাজ্যপাল এমনটাই দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের। এ বিষয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের অন্যতম অরূপ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, করোনা কালে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সমস্ত পুজো উদ্যোক্তাদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান ঘোষণা করেছিল এবং সেই টাকায় অসংখ্য ক্লাব পুজো করতে সমর্থ্য হয়েছিল। অন্যদিকে রাজ্যকে বিব্রত করতে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান বিভিন্ন রকম মন্তব্য করে যাচ্ছেন। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অথচ রাজ্যের বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে তার কোনও ভূমিকাই আমরা দেখতে পাইনি। তাই এখানে কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি নয় রাজ্যবাসীর কথা মাথায় রেখে রাজ্যবাসীর হয়ে দিল্লিতে যে ধরনা চলেছিল এমনকি রাজভবনের বাইরেও যে ধরনা চলেছিল ১০০ দিনের শ্রমিকদের মানবিক দিক চিন্তা ভাবনা করেই আমরা রাজ্যপালের ঘোষিত দুর্গা রত্ন প্রত্যাখ্যান করতে চলেছি।

আক্রান্ত আইএসএফ কর্মী, অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত দেগঙ্গায়। আক্রান্ত দুই আইএসএফ সমর্থক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বারাসত হাসপাতালে ভর্তি এক আইএসএফের কর্মী। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। তাদের পাল্টা দাবি নিজের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরেই ঘটনা ঘটেছে। উত্তেজনা এলাকায়।

দেগঙ্গার কলসুর শেখের মোড় এলাকায় গতকাল রাতে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত দুই আইএসএফ কর্মী-সমর্থক। আইএসএফের অভিযোগ পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ঘরছাড়া ছিলেন আইএসএফ কর্মী সিরাজুল আকুঞ্জী। দিন কয়েক আগে তিনি বাড়ি ফেরেন। শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি শেখের মোড় এলাকায় একটি ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরার পথে তাকে বাঁশ, রড দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে তৃণমূলের লোকজন। তৃণমূল মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেন, সিরাজুলকে বাঁচাতে গেলে মোর্তজা আকুঞ্জীকে ধরে এলোপাতাড়ি মারধর করে অভিযুক্তরা। রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে বিশ্বনাথপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক সিরাজুল আকুঞ্জীকে বারাসত হাসপাতালে রেফার করেন। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। অভিযুক্ত চার তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে দেগঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

রিকশায় চেপে পুজো পরিক্রমা জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: সোমবার নবমীর সন্ধ্যায় একজন সাধারণ নাগরিকের মত একটি রিকশায় ছোট ছেলেকে কোলে বসিয়ে মেদিনীপুর শহরের পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখলেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরী। সাংবাদিকরা বিষয়টি জানতে পেরে ক্যামেরা নিয়ে তাকে ঘিরে ধরেন। বেশ অস্বস্তিতে পড়ে জেলাশাসক বলেন আজ এসব থাক। শহরবাসী কেমন পুজো কাটাচ্ছেন তা দেখতেই ছেলেকে নিয়ে রিকশায় করে ঘুরতে বেরিয়েছি। তিনি সকলকে পুজোর শুভেচ্ছা জানান। কাশ্মীরের বাসিন্দা জেলাশাসক জানান, তিনি এই প্রথম পুজো দেখছেন।

অন্যদিকে, অষ্টমীর রাতভর বাইক নিয়ে মেদিনীপুর ও খড়গপুর শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ট্রাফিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন পুলিশ

সুপার ধৃতিমান সরকার। তিনি সাংবাদিকদের জানান সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ঠিকঠাক রয়েছে কিনা তা সহজেই খতিয়ে দেখতে তার এই বাইক পরিক্রমা।

আমরুল লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল নরনারায়ণ সেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব আর এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিলেন সকল সাধারণ মানুষ। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের আমরুল সার্বজনীন দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে ওই এলাকার সাধারণ মানুষ সকলেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন। আমরুল লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে এই দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে বিজয় দশমীর দিনে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরাও উপস্থিত ছিলেন।

আমরুল সর্বজনীন দুর্গোৎসব পুজো কমিটির এক সদস্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, প্রতিবছরই আমরা নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করে থাকে এ বছরও তার অন্যথা হয়নি। এই পুজোকে কেন্দ্র করে সকল সাধারণ মানুষ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেন।

মুসলিম সম্প্রদায়ের দেখানো লন্ঠনের আলোয় বিদায় নিলেন মা চণ্ডী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দশমীর সন্ধ্যায় দেবী দুর্গার বিসর্জনের সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা লন্ঠনের আলো দেখিয়ে মাকে বিদায় জানালো। প্রায় ৩৫০ বছর ধরে এই প্রাচীন নিয়ম মেনেই চাঁচল রাজবাড়ির দেবী দুর্গা বিসর্জন পর্ব চলে আসছে। যা এবছরও অটুট রহল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মালদার চাঁচল রাজবাড়ির দেবী দুর্গার বিসর্জনের সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় । ঢাকঢোল বাজিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানোর পাশাপাশি নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা মুসলিম সম্প্রদায়ের পুরুষ-মহিলারা লন্ঠনের আলো দেখিয়ে দেবী প্রতিমার বিসর্জন পর্বে অংশ নেন। চাঁচল রাজবাড়ির এই প্রাচীন ঐতিহ্য দেখতেও অসংখ্য মানুষ ভিড় করেন।

চাঁচলের মহানন্দার শাখা নদী সতীঘাটে এই রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয়। কথিত আছে, চাঁচলের রাজা রামচন্দ্র

রায়চৌধুরী প্রায় ৩৫০ বছর আগে এই পুজোর শুরু করেছিলেন। রাজবাড়ির পুজো নামে পরিচিত চাঁচলের পুজো।

বর্তমানে রাজা নেই রাজার রাজত্ব নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে রাজ আমলের রীতি। আর সেই রীতি মেনেই দশমীর দিন গোধূলি লগ্নে চাঁচল পাহাড়পুরের চণ্ডী মন্দিরের সামনে ঠিক ২০০ মিটার দূরে সতীঘাটে চণ্ডীরূপী দেবী দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয়। দশমীর সন্ধ্যায় দেবী প্রতিমা বিসর্জনের সময় মহানন্দার ওপারের শৈফুদ্দিন ও আকবর আলিরা লন্ঠনের আলো দেখিয়ে মা চণ্ডীকে বিদায় জানালেন।

এদিন মুসলিম সম্প্রদায়ের যারা দেবী মাকে বিদায় জানানোর প্রাক্কালে লন্ঠনের আলো দেখালেন তাঁরা বলেন, আজ থেকে প্রায় ৩৫০ বছর আগে যখন চারিপাশে শুধু বাঘ, ভাল্লুকের উপদ্রব ছিল। সেই সময় কিছু মানুষ হারিয়ে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না। কথিত আছে নাকি দেবী চণ্ডী বালিকা রূপে মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু হারিয়ে যাওয়া মানুষদের পথ দেখিয়েছিলেন এই লন্ঠনের আলোতেই। আর তারপরেই তাদেরকে প্রতিমা বিসর্জনের সময় লন্ঠনের আলো দেখানোর স্বপ্নাদেশ দেন দেবীমাতা। সেই থেকেই চাঁচল রাজার পুজোর এই বিসর্জন পর্বের পুরনো প্রথা এবং নিয়ম চলে আসছে।

৪০০ রানের লক্ষ্য দিয়ে ডাচদের ৯০ রানে অলআউট করল অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক গ্লেন ম্যাক্সওয়েল বা ডেভিড ওয়ার্নারের রানটাই তুলতে পারল না নেদারল্যান্ডস।

লক্ষ্যটা বেশ বড়ই ছিল। অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে হলে তুলতে হতো ৪০০ রান। কিন্তু লড়াই করা দূরে থাক, স্কোরবোর্ডে এক শ রানই তুলতে পারেনি ডাচরা। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেওয়া নেদারল্যান্ডস রান তাড়ায় অলআউট হয়ে গেছে মাত্র ৯০ রানে।

দিল্লির অরুন জেটলি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জিতেছে ৩০৯ রানের বড় ব্যবধানে। বিশ্বকাপ ইতিহাসে রানের দিক থেকে এটি সবচেয়ে বড় জয়। আর ওয়ানডে ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

নেদারল্যান্ডস ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছিল আসলে ম্যাচের প্রথম অংশেই। ৩৯তম ওভারের প্রথম বলে ওয়ার্নারকে আউট করে বেশ উচ্ছ্বাসেই ভেসে গিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। আগের ওভারেই শতক পূর্ণ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান বাঁহাতির, হাত খুলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগেই (৯৩ বলে ১০৪) ফিরিয়ে দিতে পারায় ছিল সেই উচ্ছ্বাস। কিন্তু ডাচদের তো বটেই, অস্ট্রেলিয়ানদেরও হয়তো ভাবনায় ছিল না পরের ওভারগুলোতে কী ঘটতে পারে।

এরপর শেষ দশ ওভারে যা ঘটেছে, তা রীতিমতো তাণ্ডব। সোজা ব্যাটে আর রিভার্স সুইপে একের পর এক বল বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে গেলেন ম্যাক্সওয়েল। ৮ চার আর ৮ ছয়ে মাত্র ৪০ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে গড়লেন বিশ্বকাপের দ্রুততম শতকের রেকর্ডও। ম্যাক্সওয়েলের এই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে শেষের দশ ওভারে অস্ট্রেলিয়া তোলে ১৩১ রান, ৫০ ওভার শেষে স্কোরবোর্ডে জমা হয় ৮ উইকেটে ৩৯৯।

শেষ দিকে ম্যাক্সওয়েলকে ৪৪ বলে ১০৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলার ভিত্তি গড়ে দিয়ে যান ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথ ও মারনাস লাবুশেনরা। চতুর্থ ওভারে মিচেল মার্শকে হারালেও অস্ট্রেলিয়াকে পথহারা হতে দেয়নি স্মিথ, ওয়ার্নারের দ্বিতীয় উইকেট জুটি। এ দুজনে মিলে ১১৮ বলের জুটিতে তোলেন ১৩২ রান। ৬৮ বলে ৭১ রান করা স্মিথ ফেরেন পয়েন্টে ফন ডার মারওয়ের দুর্দান্ত এক ক্যাচে।

আগের ওভারে ওয়ার্নারের ক্যাচও নিয়েছিলেন মারওয়ে, তবে বল তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে না থাকায় আউট দেননি টিভি আম্পায়ার। এই ওয়ার্নার তৃতীয় উইকেটে লাবুশেনকে নিয়ে গড়েন ৮৪ রানের আরেকটি জুটি। ফিফটি তোলার পর দ্রুত রান তুলতে গিয়ে লাবুশেন ফেরেন ৪৭ বলে ৬২ রান তুলে। পরের তিন ওভারের মধ্যে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয় জশ ইংলিস আর ওয়ার্নারকে। তবে আউট হওয়ার আগে বিশ্বকাপে নিজের ষষ্ঠ শতক পূর্ণ করে যান ওয়ার্নার। বাঁহাতি এই ওপেনার ফিরে যাওয়ার পর বাকি কাজটা সারেন ম্যাক্সওয়েল। ৪০তম বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে ভেঙে দেন ৭ অক্টোবর দিল্লির এই মাঠেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করামের ৪৯ বলে শতকের রেকর্ড।

৪০০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নেদারল্যান্ডস প্রথম উইকেট জুটিতে তোলে ২৮ রান। এটিই দলটির সর্বোচ্চ রানের জুটি। শেষ ৬ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে গুটিয়ে যায় ৯০ রানে, মাত্র ২১ ওভারে।

পাঁচ জন ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কে পৌঁছালেও সর্বোচ্চ বিক্রমজিৎ সিংয়ের ২৫। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩ ওভারে ৮ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন অ্যাডাম জাম্পা। মিচেল মার্শের শিকার ১৯ রানে ২ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া ২০১৫ বিশ্বকাপে অ্যাডিলেডে আফগানিস্তানকে হারিয়েছিল ২৭৫ রানে। বিশ্বকাপে এটিই ছিল রানের দিক থেকে সবচেয়ে বড় জয়। এবার নিজেদের রেকর্ডই নতুন করে লিখেছে প্যাট কামিন্সের দল।

পাঁচ ম্যাচে এটি অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় জয়। পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান চার নম্বরে।

পাকিস্তানের খেলাকে ‘আবর্জনা’ বললেন ওয়াকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে শুরুটা দারুণ হয়েছিল পাকিস্তানের। নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৮১ রানে ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬ উইকেটে জিতেছিল পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কার দেওয়া ৩৪৫ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসেরই সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়েছিল বাবর আজমের দল।

কিন্তু শুরুর ছন্দটা আর ধরে রাখতে পারেনি পাকিস্তান। তৃতীয় ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে বাজেভাবে হেরে যায়। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও পেরে ওঠেনি। আর পরশু রাতে আফগানিস্তানের কাছে অপ্রত্যাশিত হারটা তো পাকিস্তানের অহমেই বড় আঘাত দিয়েছে। টানা তিন হারে বাবর, রিজওয়ানদের সেমিফাইনালে ওঠার সমীকরণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চেন্নাইয়ে পরশু আফগানিস্তানের বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াইটুকুও করতে পারেনি পাকিস্তান। বাবরদের দেওয়া ২৮৩ রানের লক্ষ্য ৮ উইকেট হাতে রেখে টপকে গেছে আফগানরা; যা নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। ওয়ানডেতে পাকিস্তাদের বিপক্ষেও এটা তাদের প্রথম জয়।

পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা খুব একটা খারাপ না করলেও আফ্রিদি, রউফ,শাদাবদের বোলিং হাশমতউল্লাহ শহীদির দলকে পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি। এর চেয়েও দৃষ্টিকটু ছিল দলটির ফিল্ডিং। বাবর,আফ্রিদিদের হাত গলে অনেক বল বেরিয়ে গেছে, যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক হাসিঠাট্টা চলছে।

আর পাকিস্তানের সাবেকরা তো প্রত্যাশিতভাবেই বাবরের দলকে সমালোচনার ছুরিতে ‘কচুকাটা’ করছেন। সে তালিকায় আছেন ওয়াকার ইউনিসও আছেন। কিংবদন্তি এই ফাস্ট বোলার বাবরদের খেলা দেখে এতটাই বিরক্ত যে তাঁর কিছুই বলার নেই। পাকিস্তান দলের খেলা ওয়াকারের কাছে ‘আবর্জনা’ মনে হচ্ছে। এবারের বিশ্বকাপে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় আছেন ওয়াকার। এ ছাড়া বিশ্বকাপের প্রধান সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে কাজ করছেন। পরশু আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ৫১ বছর বয়সী কিংবদন্তি স্টার স্পোর্টসকেই বলেছেন, ‘পাকিস্তানের ক্রিকেট নিয়ে কিছু বলতে চাই না। ওরা আবর্জনার মতো খেলেছে। আফগানিস্তান অসাধারণ খেলেছে।’

পাকিস্তানের টানা তিন হারে অধিনায়ক বাবরই সমালোচিত হচ্ছেন বেশি। একে তো ব্যাট হাতে নিজের সেরাটা খেলতে পারছেন না, দলকে অনুপ্রাণিত করার মতো নেতৃত্ব দিতে পারছেন না; তার ওপর ম্যাচ হারের পর প্রতিপক্ষে খেলোয়াড়দের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে হারের পর মাঠেই বিরাট কোহলির কাছ থেকে জার্সি চেয়ে নিয়েছিলেন বাবর।

এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচিত হলেও কর্ণপাত করেননি। পরশু আফগানদের বিপক্ষে হারের পর রহমানউল্লাহ গুরবাজকে নিজের ব্যাট উপহার দিয়েছেন বাবর। এ ব্যাপারটিকেও ভালোভাবে নিচ্ছেন না পাকিস্তানের সাবেকরা।

আকিব জাভেদ তো বাবরের নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ারই দাবি জানিয়েছেন। পাকিস্তানের ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী দলের এ সদস্য বলেছেন, ‘সাদা বলের সংস্করণে বাবর নিজেকে ভালো অধিনায়ক প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেটের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে শাহিন আফ্রিদি সেরা পছন্দ হতে পারে।’ ৫ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে আছে পাকিস্তান। শুক্রবার নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাবর আজমের দল।

বাংলাদেশের এমন পারফরম্যান্স বিরক্তিকর: আকাশ চোপড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: টানা চার ম্যাচে হার। বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় পাওয়া বাংলাদেশ দল এরপর হেরেছে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। শক্তিশালী এই চার দলের বিপক্ষে লড়াই করতে পারেনি সাকিব আল হাসানের দল। প্রতিটাতেই হেরেছে বড় ব্যবধানে। সর্বশেষ গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশ হেরেছে ১৪৯ রানে।

স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেট-বিশ্বে বাংলাদেশকে নিয়ে প্রশংসা নয়, চলছে সমালোচনা। আর কতটি বিশ্বকাপে এভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে বাংলাদেশ? ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়ার মতে, দুই দশক ধরে টেস্ট খেলা একটি দলের এমন পারফরম্যান্স বিরক্তিকর। বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলেছে ১৯৯৯ সালে। প্রথম বিশ্বকাপেই বাংলাদেশ হারায় শক্তিশালী পাকিস্তানকে। জয় পায় স্কটল্যান্ডের বিপক্ষেও। ২০০৩ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ কোনো জয় পায়নি। ২০০৭ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতসহ বাংলাদেশ জয় পায় তিন ম্যাচে।

২০১১, ২০১৫ ও ২০১৯ বিশ্বকাপেও তিন ম্যাচ জেতে বাংলাদেশ। অর্থাৎ, চলতি বিশ্বকাপের আগের চার বিশ্বকাপেই বাংলাদেশের ফলাফল একই, তিনটি করে ম্যাচ জিতেছে। চলতি বিশ্বকাপে তো এখন পর্যন্ত মাত্র একটি ম্যাচ জিতেছে। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সে উন্নতির গ্রাফ না থাকায় হতাশ অনেকেই।

ক্রিকেট-বিশ্লেষক আকাশ চোপড়া সেই দলেরই একজন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’,এ তিনি লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ আবারও প্রত্যাশার চেয়ে কম পারফর্ম করা দলই থেকে গেল।’ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ভালো খেলুক বা না-খেলুক, এ দেশের সমর্থকদের চোখ দলের ওপরই থাকে। ক্রিকেটের প্রতি এ দেশের মানুষের আগ্রহ কেমন, সেটা নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই। ভারতের সাবেক এই সাবেক ক্রিকেটারের কথায় এ দেশের সমর্থকদের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে, ‘বাংলাদেশের সমর্থকদের আগ্রহের প্রশংসা করছি। কিন্তু দুই দশক আগে টেস্ট খেলার মর্যাদা পাওয়া একটা দেশের এমন পারফরম্যান্স বিরক্তিকর।’

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
ভারত	৫	৫	০	১০
দঃ আফ্রিকা	৫	৪	১	৮
নিউ জিল্যান্ড	৫	৪	১	৮
অস্ট্রেলিয়া	৫	৩	২	৬
পাকিস্তান	৫	২	৩	৪
আফগানিস্তান	৫	২	৩	৪
শ্রীলঙ্কা	৪	১	৩	২
ইংল্যান্ড	৪	১	৩	২
বাংলাদেশ	৫	১	৪	২
নেদারল্যান্ডস	৫	১	৪	২

বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরি এখন ম্যাক্সওয়েলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৭ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বিশ্বকাপের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম। তবে সে রেকর্ড টিকল না বেশি দিন। মার্করামের সেদিন সেঞ্চুরি করতে লেগেছিল ৪৯ বল। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আজ ৪০ বলেই পেয়ে গেছেন সেঞ্চুরি।

বিশ্বকাপের পাশাপাশি ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার দ্রুততম সেঞ্চুরির নিজের রেকর্ডও ভেঙেছেন ম্যাক্সওয়েল। ২০১৫ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫১ বলে ১০০ ছুঁয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল, এত দিন অস্ট্রেলিয়ার দ্রুততম সেঞ্চুরি হয়ে ছিল সেটিই।

পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই আবার ফুটবলে মেতে ওঠা। ৩৭ তম জাতীয় গেমসে অংশ নিতে বাংলা মহিলা ফুটবল দল গোয়ায় রওনা দিল বুধবার সকালে। বাংলার প্রথম ম্যাচ শুক্রবার ২৭ অক্টোবর বিকেল ৪ টেয় তামিলনাড়ুর বিপক্ষে।

বেলিংহামের তিনে তিন, জয়ে ফিরল ইউনাইটেড

নিজস্ব প্রতিনিধি: রিয়াল মাদ্রিদে গত জুনে যোগ দেওয়ার পর থেকে একাদশে বৃহস্পতি চলছে ইংল্যান্ডের তারকা মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামের। গতকাল রাতে পর্তুগিজ ক্লাব ব্রাগার মাঠে রিয়ালের ২-১ গোলে জয়েও গোল পেয়েছেন বেলিংহাম। রিয়ালের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে এ নিয়ে তিন ম্যাচেই গোল পেলেন তিনি। ১৯৯৮ সালে ক্রিস্টিয়ান কারেম্বুর পর রিয়ালের হয়ে এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে নিজের প্রথম তিন ম্যাচেই গোল পেলেন বেলিংহাম। মাদ্রিদের ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১২ ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা ১১। ‘সি’ গ্রুপে নিজেদের ৩ ম্যাচের সব কটিতে জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কার্লো আনচেলত্তির দল।

ঠান্ডা বৃষ্টিস্নাত এই ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে রিয়াল। ১৬ মিনিটে গোলও পেয়ে যায় মাদ্রিদের ক্লাবটি। বাঁ উইং দিয়ে দৌড়ে ব্রাগার রক্ষণ ভেঙে রদ্রিগোকে গোলটি এমনভাবে বানিয়ে দিয়েছিলেন ভিনিসিয়ুস, যেন প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছেন! বক্সের ভেতর প্রথম স্পর্শেই বল জালে জড়ান ভিনিসিয়ুসের জাতীয় দল সতীর্থ রদ্রিগো। ভিনিসিয়ুসের মাধ্যমেই রিয়াল বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু ব্রাগার হাইলাইন ডিফেন্সের কারণে অফসাইডের ফাঁদে পড়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

৬১ মিনিটে বেলিংহামকে দিয়ে দ্বিতীয় গোল করান ভিনিসিয়ুস। বক্সের কোনা থেকে বাঁকানো শটে গোল করেন বেলিংহাম। এর দুই মিনিট পরই আলভারো দাজালো ব্রাগার হয়ে একটি গোল পরিশোধ করেন। শেষ দিকে গোলরক্ষক কেপা আরিজাবালাগা দারুণ সেভ না করলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারত না রিয়াল। ম্যাচ শেষে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেছেন, ‘সব মিলিয়ে আমরা একটি ভালো ম্যাচই খেলেছি। তবে ওদের গোলটি ভালো লাগেনি। কারণ, তার আগে আমরা ম্যাচটা নিয়ন্ত্রণ করেছি এবং জয়টা হাতের মুঠোয় ছিল।’

একই গ্রুপ থেকে অন্য ম্যাচে ইউনিয়ন বার্লিনকে ১-০ গোলে হারিয়েছে নাপোলি। ৬৫ মিনিটে ইতালিয়ান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন জিয়াকমো রাসপাদোরি।

ইংল্যান্ড ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রয়াত কিংবদন্তি স্যার ববি চার্লটনকে শ্রদ্ধা জানাতে ওল্ড ট্রাফোর্ডে কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নেমেছিলেন হ্যারি ম্যাগুয়ার-আন্দ্রে ওনানারা। এই মৌসুমে তুমুল সমালোচনার মুখে থাকা ওনানা ও ম্যাগুয়ারই শেষ পর্যন্ত জিতিয়েছেন ইউনাইটেডকে। ৭২ মিনিটে ম্যাগুয়ারের হেডে করা গোলে এগিয়ে যায় এরিক টেন হাগের দল। কিন্তু যোগ করা সময়ের একদম শেষ মুহূর্তে স্কট ম্যাকটমিনে ফাউল করায় পেনাল্টি হজম করতে হয় ইউনাইটেডকে। ত্রাতা হয়ে দাঁড়ান গোলরক্ষক ওনানা। স্কট লারসনের নেওয়া পেনাল্টি শট বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রুখে দেন ক্যামেরুনের এ গোলরক্ষক। সেটা ছিল ম্যাচের শেষ শট!

ডেনিশ ক্লাবটির বিপক্ষে ১-০ গোলের এই জয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রাণ ফিরে পেল ইউনাইটেড। ক্লাবের ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে হেরেছিল ইংলিশ ক্লাবটি। এই জয়ে শেষ ষোলোয় ওঠার দৌড়ে টিকে থাকল টেন হাগের দল। ‘এ’ গ্রুপ থেকে ৩ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ইউনাইটেড।

একই গ্রুপ থেকে তুর্কি ক্লাব গ্যালাতাসারেকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখ। বায়ার্নের হয়ে গোল করেন হ্যারি কেইন, জামাল মুসিয়ালা ও কিংসলে কোমান। ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে বায়ার্ন।

‘বি’ গ্রুপ থেকে সেভিয়ার মাঠে ২-১ গোলের জয় পেয়েছে আর্সেনাল। নিজে গোল করার পাশাপাশি গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লিকে দিয়ে গোল করিয়েছেন আর্সেনালের তারকা গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের শীর্ষে আর্সেনাল। ‘ডি’ গ্রুপ থেকে সালজবুর্গকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মিলান।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ই-টেন্ডার/২০২৩/৪৬, তারিখ: ২০.১০.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩ টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং., টেন্ডার নং, কাজের বিবরণ : (১) ই-কেজিপি-এইচকিউ-৩০-২০২৩,** এডিইএন/তমলুকের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পিডব্লুআই/টিএমজেড শাখায় পাঁশকুড়া (ব্যতীত) থেকে হলদিয়ার মধ্যে ০১.১০.২০২৩ থেকে ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমায় (২ বছরের জন্য) বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাক কাজ। **(২) ই-কেজিপি-এইচকিউ-৩১-২০২৩,** এডিইএন/তমলুকের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পিডব্লুআই/কেএটিআই শাখায় তমলুক থেকে দীঘার মধ্যে ০১.১০.২০২৩ থেকে ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমায় (২ বছরের জন্য) বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাক কাজ। **(৩) ই-কেজিপি-সাউথ-৪০-২০২৩,** এডিইএন (বালাসোর)-এর অধীনে বাংরিপোসি স্টেশনে ৭৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের নতুন ব্যালাস্ট সাইডিং নির্মাণ। **(৪) ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৪-২০২৩,** সাঁতরাগাছির কাজ সম্পাদনঃ সিনিয়র ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ৩,০০,০০০ গ্যালন ক্ষমতার ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য :** ২,২০,১০,৩১৪.৮১ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ১,৩৩,৮৪,৭৪৯.৫৪ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ১,২৩,৩৪,৪০২.৯৯ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য) ও ১,২৩,২৭,২০২.১৬ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য)। **বায়নামূল্য :** ২,৬০,১০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ২,১৬,৯০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ২,১১,৭০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য) ও ২,১১,৬০০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য)। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **খোলার তারিখ :** ১৩.১১.২০২৩ (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) ও ১৬.১১.২০২৩ (ক্র.নং ৩ ও ৪-এর জন্য)। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ২৪ মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য), ১২ মাস (ক্র.নং. ৩-এর জন্য) ও ১০ মাস (ক্র.নং.৪-এর জন্য)। **বিডিং শুরুর তারিখ :** ৩০.১০.২০২৩ থেকে ১৩.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) ও ০২.১১.২০২৩ থেকে ১৬.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্র.নং ৩ ও ৪-এর জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য :** সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে “www.ireps.gov.in”

(PR-743)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৪১, তারিখ ২০.১০.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩১৩১-আর২। কাজের নাম ঃ** এসএসই/জি/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে হাওড়া ডিভিশনে ২.২ এমডব্লুপি অন-গ্রিড ব্যাটারি ব্যাকআপ ছাড়া) সোলার রুফ-টপ/শেড-টপ প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য সেই সংক্রান্ত কাজে ১১২৫ কেডব্লুপি অন গ্রিড সোলার প্ল্যাট স্থাপন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৫,১৪,৪৪,৬০৭.৫০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা) ঃ** ৪,০৭,২০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.১১.২০২৩ এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট থাকলে, টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোন অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েব সাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডার দাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

(HWH-317/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028

“DUM DUM MUNICIPALITY HAS PUBLISHED 10 tenders in the Govt. website : “wbtenders.gov.in.” related to Bituminous Road Work with Mastic Asphalt under DMA within Dum Dum Municipality vide memo no 838/DDM/GEN/23-24 & 839/DDM/GEN/23-24 Dtd 17.10.2023 e-NIT Published online on 25.10.2023 , Last Date for Dropping Bids - 08.11.2023, technical bid opening dates - 10.11.2023.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

EKDIN, VOL.17, ISSUE 133, KOLKATA, THURSDAY
26 OCTOBER 2023, PAGE 8
কলকাতা, ২৬ অক্টোবর, ২০২৩

একদিন দশভূজা শারদ সম্মান ২০২৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজো শেষ। কিন্তু শেষ হয়নি শারদোৎসেবর রেশ। এবার কলকাতা ও শহরতলির পুজোর মণ্ডপ, আলোকসজ্জা ও প্রতিমা সেরার সেরা নজর কাড়ল কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণের মোট ২০টি পুজো। পুজো কমিটির মুকুটে সংযোজিত হল নতুন পালক 'একদিন দশভূজা শারদ সম্মান ২০২৩'।

'একদিন' পত্রিকার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল 'দশভূজা শারদ সম্মান ২০২৩'। কলকাতার প্রায় ২৫০টি বেশি দুর্গাপুজো কমিটিগুলি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে বড়-মেজো-সেজো মিলিয়ে ১০০টি পুজোকে বেছে নিয়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে। দ্বিতীয় পর্বে ৫০টি পুজোকে দুটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়। কলকাতার ২৫টি পুজো কমিটিকে সেরার সেরা পুজো ও বাকি ২৫টি সেরা পুজোর ক্যাটাগরিতে বেছে নেওয়া হয়। তারপরই শুরু হয় মূল প্রতিযোগিতা।

পুজোর দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে মূল প্রতিযোগিতা ততই বাড়তে থাকে। বেশ কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া তরুণ-তরুণীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় দুই পর্বের ক্যাটেগরি অনুযায়ী সেরার সেরা ১০টি ও সেরা পুজোর ১০টি কমিটিকে বেছে নেওয়ার। তাদের মতামত ও পত্রিকার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের মিলিত প্রয়াসে দুই ক্যাটেগরির সেরা পুজো কমিটিকে বেছে নেওয়া হয়। এবার বেশ কয়েকটি অজানা পুজোকে সেরা তালিকায় তুলে এনে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

মহালয়ার আগেই পুজো উদ্বোধন শুরু হয়। অপেক্ষার না করে দর্শনার্থীরা নেমে পড়েন প্রতিমা-মণ্ডপ দেখতে। তাই চতুর্থীর দুপুর থেকে কলকাতার সেরার সেরা পুজো কমিটিকে পুরস্কার বিতরণ শুরু হয়। সেরা মণ্ডপগুলিতে অতিথি হিসেবে পুরস্কার দিতে হাজির হন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও ইভেন্টের সাহায্যকারী সংস্থার কর্ণধাররা।

সমাজের বিশিষ্ট ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিরা প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত সেরা মণ্ডপগুলিতে গিয়ে পুরস্কার প্রদান করেন। চতুর্থীতে বিভিন্ন মণ্ডপে পুরস্কার প্রদান করেন সংগীত শিল্পী অমিত কালী, জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পরিচালক শংকর দেব চক্রবর্তী এবং শেখরস-এর ডিরেক্টর দেবাশিস ঘোষ ও ফিনিসক্সের কর্ণধার সঞ্জীব দে-সহ বিশিষ্টরা। পঞ্চমীতে পুরস্কার প্রদান করেন জগন্নাথ গুপ্ত ইন্সস্টিউট অব মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড সায়েন্সের (JIMS) চেয়ারম্যান ককে গুপ্তা, বজবজ ইন্সস্টিউট অফ টেকনোলজি, বজবজ পাবলিক স্কুলের (BBIT) চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা, বেঙ্গল হিয়ারিং এইড,এর ডিরেক্টর ডাঃ সুপর্ণ দাস ও পারমিতা দাস-সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা। এছাড়া শিল্পাঙ্গনের সহযোগিতায় বিশেষভাবে সক্ষম শিশুরাও এবার পুরস্কার বিতরণ করে টালা প্রত্যয় পুজো কমিটিকে।

একদিন পত্রিকার এই প্রতিযোগিতার অন্যতম সহযোগীতায় ছিল "BBIT– JIMS BBIT Public School"। মিডিয়া পার্টনার 'ক্রাইম ব্রাঞ্চ', ফুড পার্টনার 'শেখরস', গিফট পার্টনার 'বেঙ্গল হিয়ারিং এইড' পিআর পার্টনার 'লিভারেজ' ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট পার্টনার 'ফিনিক্স', ডিজিটাল পার্টনার 'বাংলা বলছে' এবং সম্পূর্ণ ইভেন্ট পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিল 'ওয়াইড অ্যাঙ্গেল'।

একদিন পত্রিকার তরফে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি পুজো কমিটির কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন দাতা, অতিথিবৃন্দদের জানাই বিজয়ার আন্তরিক অভিনন্দন।

একনজরে সেরার সেরা পুজোর থিম

১) সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্ক থিম-সোপান। মই-সিড়ি দিয়ে তৈরি মণ্ডপে দেখানো হয়েছে সাফল্যের শিখড়ে পৌঁছনোর লড়াই।

২) নাকতলা উদয়ন সংঘ থিম- হৃদয়পুর। ৪৭-এর দাঙ্গায় ওপার বাংলা থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে নাকতলা এলাকা যে বসতি গড়ে উঠেছিল তারই স্মৃতিচিহ্ন ফিরে দেখা।

৩) সর্বজনীন দুর্গোৎসব বিই (ওয়েস্ট) সল্টলেক। সাবেকির ধারা বজায় রেখে পুজোর থিম।

৪) ৪১ পল্লি হরিদেবপুর থিম- অবগাহন। সমুদ্র মন্থনের ইতিহাস নিয়ে পুজোর মণ্ডপ।

৫) চেতলা অগ্রণী থিম- যে যেখানে দাঁড়িয়ে। প্রতিযোগিতার লড়াই দৌঁড়। সেই দৌঁড়ের একটা লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো নিয়েই মণ্ডপের ভাবনা।

৬) সুরুচি সংঘ থিম-মা তোর একই অঙ্গে একই রূপ। গ্রাম বাংলার মায়ের বিভিন্ন রূপের হস্তশিল্পের সমাহার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপে।

৭) দমদম পার্ক তরুণ দল থিম- কালবেলা। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রেক্ষাপটে মহিলাদের অবদান।

৮) দমদম পার্ক ভারত চক্র থিম- বেনিপুতুল। হারিয়ে যাওয়া চারমুখের বেনিপুতুলের প্রতিমা ও লাইভ পুতুল নাচের পারর্ফমেন্স।

৯) টালা প্রত্যয় থিম- 'কহন'। শিল্পী সুশান্ত পাল তাঁর ২৫ বছরের শিল্পী জীবন ও ৫০তম মণ্ডপ সজ্জায় ফুটে উঠবে তাঁরই 'দুর্গা যাপন' এবং শিল্প যাপনের হাল হকিকত।

১০) বেলিয়াঘাটা ৩৩ পল্লীবাসী বৃন্দ থিম-শৈলার্তি। পাহাড়ের শিরা-উপশিরায় লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি নিয়ে মণ্ডপের ভাবনা।

একনজরে সেরা পুজোর থিম

১) ত্রিধারা অকালবোধন থিম-উৎসব। মানুষের জন্যই উৎসব, তারাই আগে পুরস্কার পরে।

২) ঢাকুরিয়া সারস্বত সংঘ থিম-চালচিত্র। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে চালচিত্রেও পরিবর্তন এসেছে। চালচিত্রের নানা সামগ্রী নিয়ে পুজোর মণ্ডপ।

৩) মধ্য গরফা সর্বজনীন থিম-সাবেকি পুজো। ছোট্ট জায়গার মধ্যে একটি নাটমন্দিরে দেবী দুর্গার অধিষ্ঠান।

৪) সরশুনা শান্তি দূত সংঘ থিম- এবং শৈশব। অতীত ও বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের শৈশবের বাতাবরণ।

৫) যোধপুর পার্ক শারদীয়া উৎসব কমিটি থিম-পুনর্জন্ম। মানুষ অন্যতম প্রধান ইন্দ্রিয় 'চোখ'। চক্ষুদান সামাজিক বিষয় নিয়ে থিম।

৬) বোসপুকুর শীতলা মন্দির থিম- আয়োজন। চেয়ার ছাড়া কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সেই হারিয়ে যাওয়া গার্ডেন চেয়ার দিয়ে মণ্ডপ।

৭) বসাক বাগান সর্বজনীন থিম-সভ্যতা। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে একের পর এক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তারই মধ্যে কিছু সভ্যতা নিজের ছাপ রেখে গেছে ইতিহাসের পাতায় । তারই একটি বিবরণ নিয়ে মণ্ডপের পরিকল্পনা।

৮) দত্তবাগান দুর্গোৎসব কমিটি থিম- স্পন্দন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে বাঁচতে সবুজায়ন। গাছপালা রক্ষার জন্য সামাজিক আবেদন।

৯) পাতিপুকুর আদি সর্বজনীন কমিটি থিম-কুমোরপাড়া। পুজোর সময় কুমোর পাড়া থেকে প্রতিমা চলে যাওয়ার পর সেখানকার কচিকাচাদের মনে ঠাকুর ঠাকুর খেলার ফিলিংস।

১০) বালিয়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি (গড়িয়া) থিম-মা এলো গ্রামে। গ্রাম-বাংলার ছবি তুলে ধরে মণ্ডপ ও প্রতিমার সাজ।

NARSINGHA
একদিন দশভূজা
শারদ সম্মান ২০২৩
সেরার সেরা পুজো ১০টি
সেরা পুজো ১০টি

সেরার সেরা পুজো
- SANTOSHPUR TRIKON PARK SARBOJANIN
- NAKTALA UDAYAN SANGHA
- SARBOJONIN DURGOTSAB COMMITTEE BE (WEST)
- 41 PALLY CLUB HARIDEVPUR
- CHETLA AGRANI CLUB
- SURUCHI SANGHA
- DUM DUM TARUN DAL
- DUM DUM PARK BHARAT CHAKRA CLUB
- TALA PRATTOY
- BELIAGHATA 33 NO PALLI BASHI BRINDA

সেরা পুজো
- TRIDHARA
- DHAKURIA SARASWAT SAMMILANI
- MADHYA GARFA SARBOJANIN DURGOTSAB PUJA
- SARSUNA SARBOJANIN DURGOTSAB (SANTI DOOT)
- JODHPUR PARK SARADIYA UTSAB COMMITTEE
- BOSEPUKUR SITALA MANDIR DURGOTSAV
- BASAK BAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV
- DUTTABAGAN DURGOTSOV COMMITTEE
- PATIPUKUR ADI SARBOJANIN DURGOTSOV
- BALIA SARBOJANIN DURGAPUJA COMMITTEE

SUPPORTED BY B.B.I.T Public School, JIMS Hospital
MEDIA PARTNER খবর এখন
Digital Partner বাংলা বলছে
PR PARTNER
TROPHY SPONSOROD BY BENGAL REHABILITATION GROUP
Event Organiser wide angle
FOOD PARTNER SHAKERS
Event Management PHOENIX Panacea For Your Brand

১) চেতলা অগ্রণী পুজোর সেরার সেরা পুরস্কার দিচ্ছেন BBIT-র চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা।
২) কসবা বোস পুকুর শীতলা মন্দির সেরা পুজোর পুরস্কার দিচ্ছেন শঙ্কর দেব চক্রবর্তী।
৩) মধ্য গরফা সর্বজনীন সেরা পুরস্কার দিচ্ছেন বিপ্লব দাশ ও সঞ্জীব দে।
৪) শিল্পাঙ্গনের উদ্যোগে ১০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা সেরার সেরা পুরস্কার তুলে দিল টালা প্রত্যয় পুজো কমিটিকে।
৫) সেরা পুজো ঢাকুরিয়া সারস্বত সংঘ।
৬) সেরা পুজো পাতিপুকুর আদি সর্বজনীন।
৭) সেরার সেরা সুরুচি সংঘ, পুরস্কার দিচ্ছেন (বাঁদিক থেকে) কমলেশ সিং, অভিষেক সাউ, JIMS-এর চেয়ারম্যান কে কে গুপ্তা, BRG-র ডিরেক্টর ডাঃ সুপর্ণ দাস ও পারমিতা দাস।
৮) সল্টলেক বিএস পশ্চিম সেরার সেরা পুরস্কার দিচ্ছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক দেবাশিস ঘোষ।
৯) সরশুনা শান্তি দূত সংঘ সেরা পুরস্কার দিচ্ছেন সাংবাদিক শংকর দত্ত।
১০) সেরা পুজো বসাক বাগান সর্বজনীনের মণ্ডপ।
১১) সেরার সেরা বেলেঘাটা ৩৩ পল্লিবাসী বৃন্দের প্রতিমা।
১২) দমদম পার্ক ভারত চক্র সেরার সেরা পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সংগীত শিল্পী অমিত কালী ও শংকর দেব চক্রবর্তী।
১৩) গ্রাম-বাংলার ভাবনায় সেরা পুজোর তালিকায় স্থান পেল বালিয়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি (গড়িয়া)।

ছবি: সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরাজিতা সাহু।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**